NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ নালন্দার গৌরব ফিরে আসুক

নদী থেকে তৃণমূলকর্মীর দেহ উদ্ধার ৬

কলকাতা ২ জুলাই ২০২৪ ১৭ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 2.7.2024, Vol.18, Issue No. 23 8 Pages, Price 3.00

রাহুলের 'হিন্দু' মন্তব্যের জেরে উত্তাল লোকসভা

ক্ষমা চাইতে হবে: অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির 'হিন্দু' মন্তব্যের জেরে উত্তাল হল লোকসভা। সোমবার রাষ্ট্রপতির প্রারম্ভিক ভাষণ নিয়ে আলোচনায় বক্তব্য রাখতে ওঠেন রাহুল। শাসক জোটের সাংসদদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলেন, তাঁরা কেবল হিংসার কথা বলেন, ঘৃণার কথা এবং অসত্য কথা বলেন।' তার পরই ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে হইচই শুরু হয়ে যায়। বিজেপি সাংসদেরা রাহুলকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি তোলেন। এমনকি রাহুলের বক্তব্যের মাঝেই নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'গোটা হিন্দু সম্প্রদায়কে হিংসাশ্রয়ী বলে দেগে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক।' সোমবার রাহুল শিব, হজরত মহম্মদ, গুরু নানক এবং যিশুখ্রিষ্টের ছবি দেখিয়ে ভারত এবং অহিংসার ধারণা ব্যাখ্যা করেন। শিবের ছবি দেখিয়ে তিনি বলেন, 'আপনি যদি প্রভু শিবের ছবি দেখেন, তবে বুঝবেন হিন্দুরা কখনও ভয়, হিংসা ছড়াতে পারে না। কিন্তু বিজেপি সর্বক্ষণ ভয়, ঘৃণা ছড়িয়ে বেড়ায়।' শিবের অভয়মুদ্রার সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক হাতেরও যোগসূত্র টানেন রাহুল। একই সঙ্গে রাহুল বলেন, 'মোদি, বিজেপি, আরএসএস-ই কেবল হিন্দু নয়।' তার পরই লোকসভায় হইচই শুরু হয়ে যায়। রাহুলকে ক্ষমা চাইতে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'উনি (রাহুল) জানেন না কোটি কোটি মানুষ নিজেকে গর্বভরে হিন্দু বলে থাকেন। কোনও ধর্মের সঙ্গে হিংসাকে জড়িয়ে দেওয়া ভুল। তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত।' রাহুলকে আক্রমণ করতে গিয়ে কংগ্রেস আমলের জরুরি অবস্থা এবং শিখ-বিরোধী হিংসার প্রসঙ্গ তোলেন শাহ। সোমবার বক্তব্যের শুরুতেই রাহুল দাবি করেন, ভারত নামক ধারণার উপরে আঘাত নেমে আসছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই ইডি তাঁকে হেনস্থা করেছে বলে দাবি করেন রাহুল। তাঁর কথায়, 'আমি ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আক্রমণের শিকার হয়েছি। আমার সবচেয়ে উপভোগযোগ্য মুহূর্ত হল ৫৫ ঘণ্টা ধরে ইডির জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হওয়া।' প্রধানমন্ত্রীর 'পরমাত্মা' মন্তব্য নিয়েও মোদিকে কটাক্ষ করেন রাহুল।

প্রকৃত অর্থে এবার স্বাধীন হল দেশের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা

দেশবাসীকে শুভেচ্ছা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: দেশজুড়ে কার্যকর হল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। তার পরেই দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ন্যায় সংহিতা কার্যকর হওয়ার পরে দেশের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ৭৭ বছর কেটে গিয়েছে। এবার পুরোপুরি স্বদেশি হল বিচার ব্যবস্থা।

ভারতীয় দণ্ডবিধিতে গণপ্রহার নিয়ে এত দিন আলাদা কোনও বিধান ছিল না। তবে সোমবার থেকে দেশ জুড়ে চালু হওয়া নয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতাতে এই গণপ্রহারের ধারা যুক্ত করা হয়েছে। গণপ্রহারের জেরে মৃত্যু হলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাজা হতে পারে। দেশে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন চালু হয়েছে। সোমবার সে নিয়েই সাংবাদিক বৈঠকে গণপ্রহারের বিষয়টিতে জোর দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একই সঙ্গে নতুন আইনে কী কী বিধান রয়েছে, তা-ও স্পষ্ট করেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, বিরোধীদের উদ্দেশে শাহের বার্তা, 'নতুন আইন নিয়ে রাজনীতি না করে দেশের মানুষের স্বার্থে সমর্থন করুন।'

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে শাহ বলেন, 'আইনে গণপ্রহার নিয়ে কোনও বিধান ছিল না। তবে নতুন আইনে গণপ্রহারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। গণপ্রহার নিয়ে বিধান আনার দাবি দীর্ঘ দিনের। গণপ্রহারের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।' সেই সঙ্গে শাহ জোর দেন 'দণ্ড' এবং 'ন্যায়'-এর উপর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'নতুন আইনে সাজার থেকে সাধারণ মানুষ যাতে ন্যায় পান; সেটাই দেখা হয়েছে।' শাহ সোমবার আরও বলেন, 'ঔপনিবেশিক যুগের ফৌজিদারি আইনের সংশোধনের পাশাপাশি বিচারব্যবস্থায় ভারতীয় আত্মা যোগ করা হয়েছে। বিধানগুলি এমন যে, এতে অনেক গোষ্ঠী উপকৃত হবে। ব্রিটিশ আমলের আইনের অনেক ধারা আজকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে।'

এ ছাড়াও শাহ জানান, নতুন আইনে নারী সুরক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এমনকি, নতুন আইনে ভুক্তোভোগী বাড়িতে বসেই নিজে বয়ান দিতে পারবেন। অনলাইনে এফআইআর দায়েরের সুবিধাও রয়েছে নতুন আইনে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'দেশদ্রোহের ধারা আমরা সম্পূর্ণ ভাবে সরিয়ে দিয়েছি। তার পরিবর্তে দেশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য একটি নতুন ধারা নিয়ে এসেছি। এর আগে সরকারের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেওয়া অপরাধ ছিল। তবে এখন কেউ যদি ভারতের সার্বভৌমত্ব, একতা এবং অখণ্ডতা ক্ষতি করার চেষ্টা করেন তাঁর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শাহের কথায়, 'অপরাধের প্রমাণ জোগাড়ে ভিডিও রেকর্ডিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তল্লাশি অভিযানের সময়ও ভিডিওগ্রাফি করতে হবে। কাউকে যাতে ফাঁসানো না যায়, সে কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। ধর্ষণ বা যৌন হয়রানির মতো ঘটনা ভুক্তভোগীর ই-বিবৃতি এখন আইনত বৈধ। আগে পুলিশ কাউকে তুলে নিয়ে গেলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের আদালতে ছুটতে হত। তবে এখন আমরা প্রতিটি থানায় একটি রেজিস্টার এবং ই-রেজিস্টার রাখা বাধ্যতামূলক করেছি। কোন কোন অভিযুক্ত পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন, তার তালিকা থাকবে।'

শাহ জানান, তাঁর মন্ত্রক নতুন আইন সম্পর্কে সমস্ত সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টগুলির বিচারপতি এবং আমলাদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছিল। সেই সব পরামর্শ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বিরোধীদের উদ্দেশে শাহ বলেন, 'নতুন আইন দেশের ১৪০ কোটি মানুষের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। এটা নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়। আমি চাই বিরোধীরা সমর্থন করুক। নতুন আইন নিয়ে যে কোনও আলোচনার জন্য আমার মন্ত্রকের দরজা খোলা আছে। আমি সকলের কথা শুনব।'

দিল্লিতে নয়, প্রথম অভিযোগ মধ্যপ্রদেশে

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: নতুন ফৌজদারি আইন কার্যকর হওয়ার পর প্রথম এফআইআর দায়ের হয় মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে। একটি বাইক চুরির ঘটনায় থানায় অভিযোগ জানান এক ব্যক্তি। রবিবার রাত ১২টা ১০ মিনিট নাগাদ ওই এফআইআর দায়ের হয়। এর আগে, বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, নতুন আইনের অধীনে প্রথম এফআইআর দায়ের হয়েছিল দিল্লির এক হকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই খবর ঠিক নয় বলে সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার দেশ জুড়ে নতুন ফৌজদারি আইন চালু হয়েছে। সোমবার সে নিয়েই সাংবাদিক বৈঠকে শাহ বলেন, 'এটা অসত্য যে হকারের বিরুদ্ধে প্রথম মামলা দায়ের হয়েছে। প্রথম মামলাটি রাত ১২টা ১০ মিনিটে গোয়ালিয়রে এক লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের বাইক চুরির অভিযোগের।' সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, রবিবার রাতে নয়াদিল্লি স্টেশনের কাছের একটি রাস্তায় ওই হকারকে জলের বোতল এবং গুটখা বিক্রি করতে দেখে দিল্লি পুলিশ। অস্থায়ী দোকানটি মানুষের যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করছে জানিয়ে দোকানদারকে সেটি সরিয়ে নিতে বলা হয়। কিন্তু দোকানদার রাজি না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অন্যদিকে, নতুন আইনের অধীনের কলকাতায় প্রথম এফআইআর দায়ের হয় বাঁশদ্রোণী থানায়। ৩১৮ (৪) ধারায় ওই মামলাটি দায়ের করেছেন এক মহিলা। তাঁর অভিযোগ, সরকারি ব্যাংকের আধিকারিক সেজে দু'লক্ষ ৪০ হাজার টাকার প্রতারণা করেছেন এক ব্যক্তি।

চোপড়া-কাণ্ড: জেসিবিকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজত

আইসিকে শোকজ নোটিস, রিপোর্ট তলব রাজ্যপালের

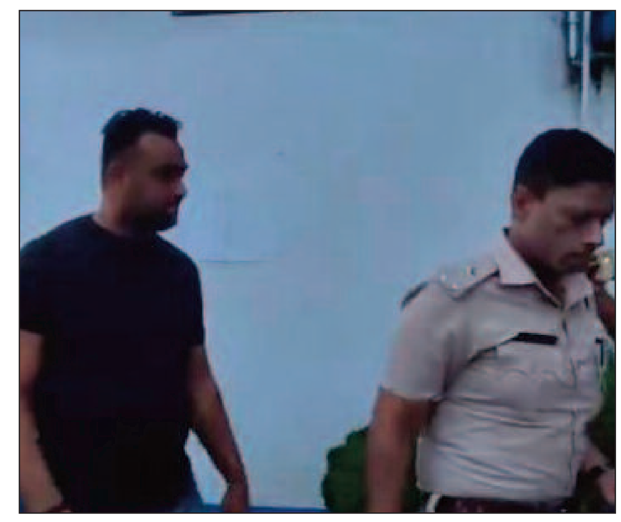

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোপড়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা তাজিমুল ইসলামকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজত দিল আদালত। তাজিমুল ওরফে জেসিবিকে সোমবার দুপুরে ইসলামপুরের আদালতে পেশ করেছিল চোপড়া থানার পুলিশ। আদালতে তারা তাজিমুলের ১০ দিনের হেপাজত চায়। পরে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস কে জানান, তাজিমুলকে পাঁচ দিন পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পাঁচ দিন পরে আবার আদালতে তোলা হবে তাঁকে। তাজিমুলের বিরুদ্ধে দু'টি জামিনঅযোগ্য এবং তিনটি জামিনযোগ্য ধারায় মামলা করেছে পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় চোপড়া থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করার আগে এবং পরে স্বতঃপ্রণোদিত ওই মামলাগুলি দায়ের করা হয় চোপড়া থানার পুলিশের তরফে।

অন্যদিকে, চোপড়ায় কী ভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তার জবাব চাওয়া হল চোপড়া থানার ইনস্পেক্টর ইনচার্জের কাছে। সোমবার রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, চোপড়া থানার আইসিকে শোকজ নোটিস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। পাশাপাশিই, বিরোধীদের নিন্দা করে রাজ্য পুলিশ বলেছে, 'গোটা ঘটনাটিকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার কূট প্রয়াস চালানো হচ্ছে।' এদিকে, এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সোমবার আদালতে পেশ করানোর আগে নিয়মমাফিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো হয় জেসিবির। স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানোর পরে এবং আদালতে যাওয়ার সময় সাংবাদিকেরা ঘিরে ধরে গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূল নেতাকে। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, কার নির্দেশে তিনি চোপড়ায় ওই ঘটনা ঘটিয়েছেন? কেনই বা ওই যুগলকে মারধর করছিলেন? কিন্তু তাজিমুল কোনও প্রশ্নের জবাব দেননি।

পুলিশ সূত্রে খবর, চোপড়ার ঘটনায় জেসিবির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির পাঁচটি ধারায় মামলা করা হয়েছে। রবিবার স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ওই মামলাগুলি দায়ের করে পুলিশ (সোমবার থেকে দেশে নতুন ফৌজদারি আইন চালু হয়েছে। কিন্তু রবিবার সেই আইন চালু না হওয়ায় ভারতীয় দণ্ডবিধি মেনেই দায়ের করা হয় মামলা)। পুলিশ সূত্রে খবর, জেসিবির বিরুদ্ধে, জামিন অযোগ্য ৩৫৪ ধারায় খুনের চেষ্টার মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ৩০৭ ধারায় মহিলার শ্লীলতাহানি এবং তাঁর উপর বলপ্রয়োগের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এটিও জামিন অযোগ্য ধারা। যার সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছরের কারাদণ্ড। এ ছাড়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩২৫ এবং ৩৪ ধারাতেও মামলা হয়েছে জেসিবির বিরুদ্ধে।

বিস্ফোরক কঙ্গনা

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: চোপড়ায় যুগলকে মারধরের ভাইরাল ভিডিও নিয়ে এবার উদ্বেগপ্রকাশ করলেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউত। সোমবার এনিয়ে সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রীতিমতো বিস্ফোরক সব মন্তব্য করলেন কঙ্গনা। এই ঘটনাকে শরিয়তি আইনের সঙ্গে তুলনা করে 'মমতাদিদি'র প্রতি তাঁর প্রশ্ন, চাইলেই কি যে কোনও জায়গায় এই আইন প্রয়োগ করা যায়? সংবিধান রক্ষার দাবিতে সংবিধানের কপি হাতে সংসদে বিরোধীদের প্রতিবাদকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তারকা সাংসদ। আর কঙ্গনার এই মন্তব্য নিয়ে যথারীতি সমালোচনাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

ভাসছে দিল্লি, উত্তর-পূর্ব ভারতে লাল সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: দিল্লিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল ভারতীয় মৌসম ভবন। আগামী দু'দিন আবহাওয়া পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই বলেও জানিয়েছে হাওয়া অফিস। গত চার-পাঁচ দিন টানা বৃষ্টির জেরে জল থই থই করছে দিল্লির একাধিক রাস্তা। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। এখনও পর্যন্ত চার শিশু-সহ ছ'জনের মৃত্যু হয়েছে অতিবৃষ্টির কারণে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের কারণে দিল্লি পুরসভা পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জমা জল পরিষ্কার করাই এখন মুখ্য কাজ তাদের কাছে। একই সঙ্গে নাগরিক পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, সে দিকেও নজর রাখছে পুরসভা। সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালাচ্ছে পুর প্রশাসন। কয়েক মাস ধরে চলা গরম আর তাপপ্রবাহের পর বৃহস্পতিবার রাত থেকেই রাজধানী এবং সংলগ্ন এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। দিল্লিতে শুক্রবার যা বৃষ্টি হয়েছে, তা ৮৮ বছরের নজির ভেঙে দিয়েছে। জুন মাসের স্বাভাবিক বৃষ্টির চেয়ে তিন থেকে চার গুণ বেশি বৃষ্টি হয়েছে এক দিনেই। ফলে রাজধানীর রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। যান চলাচলও ব্যাহত হয়েছে বার বার। শুধু দিল্লি নয়, উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। গুজরাত, রাজস্থান-সহ একাধিক রাজ্যে রবিবার ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। সোমবারও একই ভাবে বৃষ্টিপাত চলে। ভারতীয় মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী চার থেকে পাঁচ দিন পূর্ব রাজস্থানে ভারী বৃষ্টিপাত এবং পশ্চিমে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে।

রাজ্যে বাড়ল পেট্রোল, ডিজেলের দাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: পেট্রোল, ডিজেলে লিটার প্রতি ১ টাকা কর ছাড় প্রত্যাহার করে নিল রাজ্য সরকার। ৩০ জুন পর্যন্ত এই ছাড়ের মেয়াদ ছিল। অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর, আপাতত এই ছাড় মেয়াদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে না। তাই রবিবার রাত ১২ টার পর থেকে কলকাতা-সহ রাজ্যে পেট্রোলের দাম ১ টাকা করে বেড়েছে। কর প্রত্যাহারের পর এখন ১ লিটার ডিজেলের দাম হল ৯১ টাকা ৯৬ পয়সা। পেট্রোলের দাম হল ১০৪ টাকা ৯৫ পয়সা।

আইনজীবীদের একাংশের কর্মবিরতি, সুবোধকে হেপাজতে পেল না সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৪ দিনের হেপাজত চাইলেও নিরাশই হতে হল সিআইডিকে। 'গ্যাংস্টার' সুবোধ সিংকে হেপাজতে পেলেন না তদন্তকারীরা। ন্যায় সংহিতা লাগুর প্রতিবাদে সোমবার আসানসোল আদালতে আইনজীবীদের একাংশের কর্মবিরতি চলায় মামলার শুনানি হল না। ছিলেন না সরকারি আইনজীবীও। আপাতত জেল হেপাজতেই থাকবেন সুবোধ সিং। আগামী ৩ জুলাই আদালতের কাজকর্ম স্বাভাবিক হলে ফের আদালতে হাজির করতে হবে সুবোধকে। সোমবার আদালতে ঢোকা ও বেরনোর সময় সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নে সুবোধ সিং বলেন, অর্জুন সিংকে তিনি চেনেন না। বাংলার অপরাধের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই। সুবোধ সিংকে বিহারের বেউর জেল থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে রবিবার আনা হয় আসানসোলে। একদিনের জেল হেপাজতের পর সোমবার আদালতে তোলা হয় 'গ্যাংস্টার' সুবোধ সিংকে।

সিআইডি ১৪ দিন নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার ভাবনাচিন্তা করে। ন্যায় সংহিতা লাগুর প্রতিবাদে সোমবার আসানসোল আদালতে আইনজীবীদের কর্মবিরতি চলায় মামলার শুনানি হয়নি। তাই তাকে হেপাজতে পেল না সিআইডি। আপাতত জেলেই থাকবেন সুবোধ।

কোর্টচত্বরে সিআইডিকে হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার আদালত থেকে সুবোধকে জেলে পাঠানো হয়। জেল চত্বরেই সিআইডি তদন্তকারী এক অফিসারের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, 'গ্যাংস্টার' সুবোধ হুঁশিয়ারি দেন, 'কেন এসব করছেন? এই সব করছেন, সাবধানে থাকুন।' দেখে নেওয়ার হুমকিও দেন বলে অভিযোগ। গত দু'দিন ধরে আসানসোলেই আছেন সুবোধ। তাঁর দাবি, মিথ্যা মামলায় তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। আসানসোল আদালত থেকে বেরোনোর পথে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'বাংলার পুলিশ অপদার্থ। ওরা অপরাধ নিয়ন্ত্রণই করতে পারে না।' সুবোধ দাবি করেন, ৬ বছর ধরে তিনি জেলে। অথচ তাঁর ঘাড়ে দায় ঠেলা হচ্ছে। আসানসোল দক্ষিণ থানায় সিআইডির তরফ থেকে সুবোধের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

BIRENDRANATH SASMAL PRIMARY TEACHERS' TRAINING INSTITUTE
CONTAI, PURBA MEDINIPUR
MOB-7001360650

-: Required :-
Assistant Professor for B.Ed. Education-1 & Fine Arts-1
Qualification As per NCTE Norms qualified persons are requested to send CV with copies of testimonials to Secretary through Email-bnsptti@gmail.com with in 05/07/2024

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮১৫৩ নং এফিডেভিট বলে Pradip Kumar Ghosh S/o. Dulal Krishna Ghosh ও Pradip Kr. Ghosh S/o. D. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Akhil Maiti ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Monoranjan Maiti ও Lt. Monoranjan Maiti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬২০ নং এফিডেভিট বলে Mridul Kanti Mukherjee S/o. Rabindra Nath Mukherjee ও Mridul Mukhopadhyay S/o. R. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি, Samim Ali S/o. Sayed Ali R/o. Ilampur, Tinna, Pandua, Hooghly ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মৃত পিতা Sayed Ali & Sazyed Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮১৮৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Subrata Kundu Podder ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sureswar Kundu Podder ও Lt. S. Kundu Podder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮১৮৫ নং এফিডেভিট বলে Jayanta De S/o. Indrajit De ও Jayanta Dey S/o. I. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৬০০ নং এফিডেভিট বলে Miraj Mondal ও Miraj S/o. Sawkat Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৯৭৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Bir Bijoyanta Talukdar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Binod Bihari Talukdar ও B. Bihari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

(১) শ্রী যজ্ঞেশ্বর দেবনাথ (২) শ্রী জয়দেব দেবনাথ ১,২ এর পিতা ৺জগদীশ দেবনাথ সাকিম মেদগাছি, পোঃ পূর্ব সাতগাছিয়া, থানা কালনা, জেলা পূর্ববর্ধমান, পিন ৭১২৫১২, **(৩) শ্রীমতী অনিমা রানী দেবনাথ** স্বামী শ্রী বাসুদেব দেবনাথ পিতা ৺জগদীশ দেবনাথ সাকিম স্বরুপ নগর, পোঃ অক্ষয় নগর, থানা কাকদ্বীপ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৪৭, বিগত ইং 13/06/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5813/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেলকে (**শ্রী প্রবীন ঘোষ** পিতা – শ্রী ৺সুনীল ঘোষ সাং ইনছুড়া, পোঃ – ইনছুড়া বাজার, থানা - বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমা মক্কেল বিক্রয় করিতেছেন।

তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- বলাগড়, মৌজা- মিড়ডাঙ্গা, জে. এল.- 04, হাল এল.আর. খতিয়ান – 887 (মহামায়া দেবী), হাল এল. আর. 863, আর. এস. দাগ নং- 551, দাগে শুনা জমি, 20.2 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

ইতি-
তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আসাদ আলি মল্লিক পিতা আব্বাস আলি মল্লিক, সাং আলিপুর, পো: - আলিপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী-712305, বিগত ইং 05/01/2022 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-137/2022 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**জগন্নাথ চক্রবর্তী** পিতা – মৃত প্রভাস চক্রবর্তী সাং ধেমুয়া, পো: - মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী-712305) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **জগন্নাথ চক্রবর্তী**, **Shri Dharam Prakash Roy** S/o. Shri Pramatma Roy At Anandaraj Nagar, P.O. – Sapuipara, P.S. – Bally(Nischinda), Dist. – Howrah, Pin 711227- মহাশয়কে – I-1101/2024 নং দলিল মূলে 03.30 শতক হুগলী ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, অফিসে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা- ধেমুয়া, জে. এল.- 40, হাল এল.আর. খতিয়ান - 1314, আর. এস. দাগ নং- 362, হাল এল. আর. 492 দাগে শালী জমি, মোট ১৲ আনায় 51 শতকের মধ্যে 0.1250 অংশে কমবেশী 07 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
জগন্নাথ চক্রবর্তী
আমমোক্তার

নাম পরিবর্তন

আমি Uttam Kumar Poddar S/o Late Jibon Kanai Poddar, R/o 15/6 Nandankanan VIP Road, Teghoria Kol-157 । আমার নামটি Uttam Kumar Poddar থাকা সত্বেও নামটি Uttam Podder এ পরিবর্তীত করিলাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে affidavit no-1830 13/06/2024 তারিখে । Uttam Kumar Poddar এবং Uttam Podder এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬২১ নং এফিডেভিট বলে Mohammad Salamatullah S/o. Sk. Moslem Ali ও Md. Salamatullah S/o. Sk. H. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **SHIBENDRAKUMAR GUPTA** S/o **Ganashyam Gupta** @ **SHIVENDRA GUPTA** S/o **Ghanshyam Gupta**, residing at Jhapetapur, Old Dal Mill, P.O.- Kharagpur, P.S. : Kharagpur Town, Dist.- Paschim Medinipur, Pin-721301 shall henceforth be known as **SHIVENDRA KUMAR GUPTA** S/o **GHANSHYAM GUPTA** as declared In the Court of Judicial Magistrate (1st Class), Kharagpur, vide affidavit No.– 2239/18 dated 16/05/2024. That **SHIBENDRAKUMAR GUPTA** S/o Ganashyam Gupta, **SHIVENDRA GUPTA** S/o Ghanshyam Gupta and **SHIVENDRA KUMAR GUPTA** S/o Ghanshyam Gupta, both are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

রনজিত বসু রায় পিতা কালিনাথ বসু রায় ওরফে কালিকিঙ্কর বসু রায় রনজিত বসু রায়, সাং পশ্চিম শিকটা, পো: - মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী-712305, বিগত ইং 20/08/2018 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-432/2018 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**সুরজিত বসু রায়** পিতা – রনজিত বসু রায় সাং পশ্চিম শিকটা, পো: - মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী-712305) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **সুরজিত বসু রায়**, **Shri Sagar Saren** S/o. Somay Saren At Vill + P.O. – Talandu, P.S. – Pandua, Dist. – Hooghly, Pin 712148- মহাশয়কে – I-158/2024 নং দলিল মূলে 05 শতক হুগলী ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, অফিসে বিক্রয় করি।

তপশীল -_জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা- পশ্চিম শিকটা, জে. এল.- 38, হাল এল.আর. খতিয়ান -184, আর. এস. দাগ নং- 44, হাল এল. আর. 43 দাগে শালী জমি, মোট ১৲ আনায় 48 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
সুরজিত বসু রায়
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

In the 2nd Court of Civil Judge (Sr. Divn), Midnapore, Dist. Paschim Medinipur.
Ref: Title Suit No.640/2022
Subhas Chandra Chattopadhyay & ors ….. Plaintiffs.
=Vs=
Radha Madhab Chattopadhyay & ors ....Defendants.

To,
(3) Nilima Roy, W/o- Ajit Roy, At-Jharboni, P.O. Fatesingpur, P.S. Garhbeta, Dist. Paschim Medinipur. **(4) Purnima Ghosal,** W/o- Bisweswar Ghosal, At-Mirbazar, P.O. Midnapore, P.S. Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur. **(5) Ajit Kumar Dey,** S/o-Lt. Kanailal Dey, At-Jharboni, P.O. Fatesingpur, P.S. Garhbeta, Dist. Paschim Medinipur. **(6) Dinabondu Dey,** S/o-Lt. Kanai Dey, At+P.O.- Jagardanga, P.S. Goaltore, Dist. Paschim Medinipur. **(8) Ruma Haldar,** S/o-Jiten Haldar, At-Sabrakone, P.O. Sabrakone, P.S. Taldangra, Dist. Bankura. **(11) Kasinath Dey** S/o-Lt. Balaram Dey, At-Jharboni, P.O. Fatesingpur, P.S. Garhbeta, Dist.- Paschim Medinipur. **(14) Joydeb Dutta**, S/o-Basumati Bhusan Dutta, At+P.O.- Shyamchandpur, Dist.-Paschim Medinipur. (**15) Jyostna Dutta Haldar,** S/o- Biswajit Haldar, At & P.O.- Sarenga, Dist.- Bankura. **(16) Rajib Kumar Dutta**, S/o-Lt. Abani Dutta, At-Golapiganj, Kumarpara, P.O. Bishnupur, P.S. Bishnupur, Dist.- Bankura. **(17) Dilip Haldar,** S/o- Unknown **(18)** Biraj Haldar, S/o-Dilip Haldar **(19)** Shampa Haldar, **(20) Pampa Haldar,** All of Vill & P.O.-Sabrakone, P.S. Taldangra, Dist.- Bankura. **(22) Satya Dey,** S/o-Lt. Kishori Mohan Dey,C/o- Nikhil Barman, At-Markanda Chawk, P.O. Bishnupur Bazar, P.S. Sabang, Dist. Paschim Medinipur, **(26) Mamoni Nandi Pramanik,** C/o- Tapas Nandi, At-Jharboni, P.O. Fetasingpur, P.S. Garhbeta, Dist. Paschim Medinipur. **(27) Iva Pramanik,** W/o-Lt. Bandiram Pramanik, **(28) Naru Gopal Pramanik,** S/o-Lt. Bandiram Pramanik **(29) Priyanka Pramanik**, W/o- Nirmal Pramanik, All of Vill- Piasala, P.O. Hoomgarh, P.S. Goaltore, Dist. Paschim Medinipur. **(30) Rekha Pramanik Kundu**, W/o- Biswanath Kundu, At-Suniakone, P.O.- Mangalapur, P.S. Goaltore, Dist. Paschim Medinipur. **(31) Lakshmirani Pramanik Sar,** W/o- Manik Sar, At-Habla, P.O. Fatesingpur, P.S. Goaltore, Dist. Paschim Medinipur. (**33) Ruma Pramanik Ghosh**, W/o-Tarun Ghosh, At & P.O.- Anandapur, Dist. Paschim Medinipur. (**34) Uma Pramanik Mondal,** W/o- Unknown, At-C.K.Road(Near Siddeswari Kali Mandir), P.O. Satbankura, P.S.-Garhbeta, Dist. Paschim Medinipur. **(35) Asish Chattopadhyay,** S/o-Lt. Madan Mohan Chattopadhyay, At-Jharboni, P.O. Fatesingpur, P.S. Garhbeta, Dist. Paschim Medinipur.

এতদ্বারা উপরোক্ত ব্যক্তিগনকে জানানো যাইতেছে যে, ১নং বাদী **সুভাষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** ও ২নং বাদী **কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়** সবর্ব পিতা-৺কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, সবর্ব ঠিকানা- ঝাড়বনী, পোঃ- ফতেসিংপুর, থানা- গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর আপনাদের বিরুদ্ধে মাননীয় সিভিল জর্জ ২য় (সিনিয়ার ডিভিসন) পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে **Title Suit No. 640/2022** নং মোকর্দ্দমা Partition and Separate Possession প্রার্থনায় উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবুগনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

(A) SCHEDULE
District-Paschim Medinipore, P.S.-Garhbeta, Mouza-Jharboni, J.L. No.489.
Khatian no.14/1, 68, 82, 82/1, 301/1, 330, 349/2, 371/1, 388/2, 409, 509, 571, 612, 1127.
R.S. & L.R. Plot No- 390/456, **Nature-** Bastu, **Area-** 22 dec.
Khatian no.14/1, 68, 62, 62/2, 301/1, 330, 371/1, 409, 509, 571, 612,
R.S. & L.R. Plot No-389/452, **Nature-** Bastu, **Area-**13 dec.
Khatian no.14/1, 68, 82, 82/1, 301/1, 330, 331, 371/1, 409, 509, 571, 612,
R.S. & L.R. Plot No-389/453**, Nature-** Bastu, **Area-** 07 dec.
In total 42 decimals

ইতি- অয়ন চক্রবর্তী
Sheristadar
Civil Judge (Sr. Division) 2nd Court, Medinipur,
Paschim Medinipur Pin-721101, West Bengal, 25/06/2024

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Jamsherpur Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Bagchi Jamsherpur, Nadia. **NIET NO- 01/2024-25 & 02/ 2024-25.** Last date of submission **11.07.2024 up to 17.00p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan,
Jamsherpur Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Paschim Dogachhi, Nadia. **NIET NO. 90/2024-25, MEMO NO. 90/DGP- II/15th CFC/ 2024.** Last date of submission **18.07.2024 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Dhoradaha- II Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIET No. 02/15th CFC/ Shikarpur/ 2024-25,** Last date of submission **19.07.2024 up to 5p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Shikarpur Gram Panchayat.

E-Tender

E-tenders are invited by the Prodhan, Patharghata-I Gram Panchayat (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Maliapota, Nadia. **NIET NO. 01e/2024-25, 02e/2024-25,** Last date of submission **10.07.2024 upto 12a.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Patharghata-I Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

আমি নন্দিতা সাহা, স্বামী- চন্দ্রনাথ সাহা, সাং- প্রাচীন মায়াপুর ১ম লেন, নবদ্বীপ শহরের বাসিন্দা। আমি ২০ নং নবদ্বীপ মৌজার অন্তভুক্ত ৭১৪ ও ৭১৫ দাগে ৮১৪, ৯০২, ৪১১২, ৯৯২৪, ১২২৩০, ১২৪১০, ১৪৩১০, ১৪৪৬৯, ৬৫৩৮ খতিয়ানে ইং ২২/০৯/২০১৪ সালে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে ২৩৮৪ নং রেজিষ্ট্রীকৃত দানপত্র দলিল মুলে আমার মাতা আলো বণিকের নিকট হইতে দানসূত্রে ১.৬৫ শতক সম্পত্তি পাইয়া বসবাস করিতেছি। আমার মাতা আলো বণিক উক্ত সম্পত্তি নবদ্বীপ বুড়োশিবতলা নিবাসী অরুণকৃষ্ণ গোস্বামী দীং এর নিকট ইং ২৩/০২/২০০৬ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিস হইতে ১০২৮ নং দলিল মুলে খরিদা সূত্রে পান। অতএব মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা উপরি উক্ত সম্পত্তির মধ্যে নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি নাম পত্তন করিবার জন্য নবদ্বীপ বি.এল এ্যান্ড এল.আর অফিসে আবেদন করিয়াছি, ইহাতে কোন ব্যক্তি বা আমমোক্তারের কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংযুক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

ঘোষনাকৃত সম্পত্তির তপশীল
মৌজা-২০ নং নবদ্বীপ, দাগ নং ৯১৪ ও ৯১৫, খতিয়ান নং ৮১৪, ৯০২, ৪১১২, ৯৯২৪, ১২২৩০, ১২৪১০, ১৪৩১০, ১৪৪৬৯, ৬৫৩৮, জমির পরিমান-১.৬৫ শতক।

Tarun Kumar Thakur,
Advocate, Nabadwip Court

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী রঞ্জন দেবনাথ, পিতা- মনমোহন দেবনাথ, সাং- রামদাস নন্দী লেন, নবদ্বীপ, নদীয়ার বাসিন্দা। আমি ইং ১৭/০৪/২০০৭ সালে সম্পাদিত ও ইং ১৮/০২/২০১০ সালে এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৭১ নং দলিল মুলে ২৯ নং তেঘড়ী মৌজায় ১০৭ নং খতিয়ানে ১১৮ নং দাগে উল্লেখিত সম্পত্তির মধ্যে ৪ শতক সম্পত্তি নবদ্বীপ নিবাসী লক্ষন দেবনাথের স্ত্রী শ্রীমতি পারুল বালা দেবনাথ দীং এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি। উক্ত লক্ষন দেবনাথ নবদ্বীপস্থিত সেকেন্ড জয়েন্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিস কৃষ্ণনগর হইতে ইং ১৮/০৫/১৯৮৭ সালে/ ১১২৫ দলিলমুলে শম্ভুনাথ দীং এর নিকট হইতে খরিদ করেন। অতএব আমি রঞ্জন দেবনাথ নিম্ন তপশীল ভুক্ত যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি তাহা মিউটেশনের নিমিত্তে বি.এল.এ্যান্ড.এল.আর.ও নবদ্বীপ অফিসে আবেদন করিয়াছি, ইহাতে যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

ঘোষনাকৃত সম্পত্তির তপশীল
জে.এল. ২৯ নং তেঘরী, দাগ নং এল.আর.১১৮, খতিয়ান ৪৪৫ ও ২৮৩৮

Tarun Kumar Thakur,
Advocate, Nabadwip Court

IN THE COURT OF THE LD. CIVIL JUDGE (SR. DIVN) AT KALNA, EAST BURDWAN
TITLE SUIT NO 126/2022

Plaintiff:- Ashok Chakraborty, aged about 72 years, S/O- Lt. Ramani Mohan Chakraborty, of purbasthali Rathtala, PO & PS- Purbasthali, Dist- East Burdwan.

Versus

Defendants:- 2) Madhumita Mukherjee, W/O- Ratan Mukherjee, D/O- Lt. Ranjit Chakraborti. 3) Paramita Chakraborti, D/O- Lt. Ranjit Chakraborti both of village – Purbasthali Pandabpara, PO & PS- Purbasthali, Dist- East Burdwan.

Whereas the above noted Plaintiff filed above Title Suit No 126/2022 preying for partition against you before this Court. If you have any objection you will appear in person or by any Advocate before this Ld Court within 30 days from the publication of this notice and shall filed objection otherwise this suit will be heard by this Ld. Court ex-parte.

SCHEDULE
Dist- East Burdwan. PS- Purbasthali, Mouza-80 No, Purbasthali, Touzi No-25, Khatian No-1370 Kri, Plot No-1208/2049, Nature-Bastu Viti Bari, Area-7 Satak.
Which is butted are bounded by:- To the North-Sukriti Chakraborty, To the South- Subhasree Bhattacharya, To the East-Road, To the West-Dulal Saha

By order
Sanjit Kumar Mallick , Shereatadar, Kalna Court, Purba Burdwan.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. Civil Judge (Jr. Divn.) 1st Court at Uluberia,
Ref: Probate- 05/23
Jharna Gubri ...Petitioner
-Vs-
Alpana Pal & ors.
...Respondent

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী ঝর্ণা গুবরী, স্বামী- দাসু গুবরী, সাং ও পোষ্ট- খালনা, থানা- জয়পুর, জেলা-হাওড়া, উইল গ্রহীতা সীমা ঘোষ, পিতা- নিমাই চরন পাল জন্য অত্র নম্বর প্রবেট কেস হুজুর আদালতে দায়ের করিয়াছে, যদি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে কাহারো কোন আপত্তি থাকে, তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইবার পর ১৫ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আসিয়া স্বয়ং/ উকিলবাবুর মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইনী আমলে আসিবে।

তপশীল উইলকৃত সম্পত্তির বিবরণ
জেলা-হাওড়া, থানা- বাগনানের অন্তর্গত ০৩ নং জে.এল. ভুক্ত মানকুর মৌজায় অবস্থিত রায়ত স্থিতিবান, স্বত্ব বিশিষ্ট হাল এল.আর ৫০০ নং খতিয়ানে লিখিত সর্ব উইলকৃত সম্পত্তির হাল এল.আর ২৪৩ নং দাগে ০৩ শতক বাস্তু, ২৪৪ নং দাগে বাস্তু ০৪ শতক, ২৪৫ নং দাগে বাস্তু ০৩ শতক, ২৪৬ নং দাগে ডোবা ০৪ শতক, ২৪৭ নং দাগে ডোবা ০১ শতক, ২৫০ নং দাগে ডোবা ০২ শতক, ২৫১ নং দাগে ০১ শতক ডাঙ্গা ও ২৫১ নং দাগে শালি ০০ শতক এবং ৩৫২ নং দাগে শালি ০৫ শতক।

আদেশানুসারে
সেরেস্তাদার
অনুপ ভৌমিক
Ld. 1st Civil Judge (Jr. Divn.) 1st Court at Uluberia, 14-6-2024

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE
Paschim Medinipur
Ref : LAD Case No : 06/2022
1.Smt. Putul Adhikary
2. Anubhab Adhikary
3. Dipayan Adhikary ....Petitioners
Vs
The Manager Vidyasagar Central Co. Operative Bank Ltd., Paschim Medinipur, Kharagpur Branch at Kaushalya & 1 other. ..Respondents.

NOTICE

This is for the information of all concerned that Smt. **Putul Adhikary**, W/O. Lt. Tapan Kumar Adhikary, resident of Changua, P.O. Changual, PS. Kharagpur (Local), Dist Paschim Medinipur, Pin- 721301, has filed a LAD Case being No. **06/2022**, U/S-272 of Indian Succession Act, before the Ld District Delegate, Paschim Medinipur for grant of Administration in favour of the petitioners in respect from the respondents **The Manager Vidyasagar Central Co. Operative Bank Ltd.,** Paschim Medinipur, Kharagpur Branch at Kaushalya, P.O. Kharagpur, P.S.- Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, Pin-721301. The schedule of the Locker is given below in respect of same. That the next fixed date of hearing of the case has been fixed on **03/07/24** The above respondents has got to submit anything in respect of above mentioned subject matter then he is hereby called upon to submit any written objection by him or by his Advocate through appear the same otherwise the matter shall be heard at ex-party hearing against him on the above mentioned date.

'A' Schedule
Locker No.-22 Name of the Locker Holder : 1. Sri. Tapan Kumar Adhikari 2. Sri. Swapan Kumar Adhikari.
Name of the Bank : **Vidyasagar Central Co. Operative Bank Ltd.,** Paschim Medinipur, Kharagpur Branch

By Order-
Tapas Ranjan Chakraborty
Sheresthadhar
District Delegate
Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রা জুলাই। ১৭ ই আষাঢ়। মঙ্গল বার। একাদশী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল । মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডক্টরস ডে উদযাপন বি পি পোদ্দার হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার দক্ষিণ কলকাতার বি. পি. পোদ্দার হাসপাতালে সেবামন্ত্রের শপথ নিয়ে পালিত হল ডক্টরস ডে। ডাক্তারির মতো মহান পেশাকে সম্মান জানিয়ে ১ জুলাই ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের আবির্ভাব ও প্রয়াণ দিবসেই ডক্টরস ডে হিসাবে পালন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন বি. পি. পোদ্দার হাসপাতালের গ্রুপ অ্যাডভাইজার সুপ্রিয় চক্রবর্তী। ডাক্তারদের কুর্নিশ জানিয়ে তিনি বলেন, 'ডাক্তারিকে বলা হয় মহান পেশা। এটা আর পাঁচটা কাজের মতো নয়। দশটা-পাঁচটার চাকরির মতো সময়ের গণ্ডিতে একে দেখা যায় না। বরং ২৪ ঘণ্টাই তৈরি থাকতে হয় ডাক্তারকে। রোগীর প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা উজাড় করে দেন একশো শতাংশ দক্ষতা আর অভিজ্ঞতা। সেই চেষ্টা সফল হলে মন ভরে ওঠে আনন্দে। জীবনদানের চেয়ে বড় তৃপ্তি হয় না। এই দিনটা অবশ্য শুধু ডাক্তারদেরই নয়, তাদের পরিবারেরও।' এদিনের অনুষ্ঠান শুধুমাত্র গুরুগম্ভীর আলোচনা বা বক্তব্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ডাক্তারদের মধ্যে কেউ গাইলেন গান, কেউ ভায়োলিনে সুর তুললেন, কেউ শোনালেন কবিতা বা কেউ তাঁর আঁকা ছবির এক্সিবিশন নিয়ে সবাইকে চমকে দিলেন। ডাক্তারি পরিচয়ের বাইরে সৃজনশীল মানুষগুলিকে খুঁজে পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সমগ্র অনুষ্ঠান। পাশাপাশি প্রতিটি ডাক্তারের হাতে গোলাপের তোড়া তুলে দিয়ে তাঁদের সম্মান জানালেন স্বাস্থ্যকর্মীরাও।

কমলা লাইনের অন্তর্গত মাদারস ওয়াক্স মিউজিয়াম মেট্রো স্টেশন তৈরির কাজ পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি।

যাত্রা শুরু 'ভিস্তাডোম কোচ'-সহ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-শতাব্দীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গে সফরকালে এবার রেল যাত্রীদের জন্য বিশেষ সুখবর পূর্ব রেলের। সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেসে যুক্ত হল নতুন চমক 'ভিস্তাডোম কোচ'। যা ভারতীয় রেলের চমক বলা যেতে পারে। দার্জিলিং-সহ হিমালয়ে ঘুরতে যাওয়া যাত্রীরা এবার থেকে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করে ট্রেন ভ্রমণ করতে পারবেন। পূর্ব পরিকল্পনাকে দ্রুত বাস্তবায়িত করল পূর্ব রেল। হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি রুটের শতাব্দী এক্সপ্রেসে সোমবার থেকে জুড়ল ভিস্টাডোম কোচ। এই কোচে রয়েছে অত্যাধুনিক ৩৬০ ডিগ্রির ঘূর্ণায়মান আসন, স্ব-চালিত স্লাইডিং দরজা, একটি গ্লাস ব্যাক এবং ওয়াইফাই এবং জিপিএস সংযোগের মতো উন্নত সুবিধা। সুতরাং এই ট্রেনের সফর আরামদায়ক হবে যাত্রীদের জন্য। কাচের জানলার পাশাপাশি ট্রেনের ছাদের অংশও কিছুটা কাঁচ থাকছে। ফলে কামরাতে বসে বাংলার পাহাড় ও সবুজ বনানীর অনন্য প্রাকৃতিক দৃশ্য ট্রেনের কোচে বসেই উপভোগ করতে পারবেন যাত্রীরা।

পূর্ব রেল জানিয়েছে, আপাতত ১২০৪১/১২০৪২ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেসে ১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পরীক্ষামূলকভাবে এই ভিস্তাডোম কোচ চালান হচ্ছে। ওই ট্রেনে ১৪ কামরার বদলে ১৫টি কামরা থাকবে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, 'আমাদের বাংলার মানুষ বেশিরভাগই দার্জিলিং যেতে চায়, আর সেখানে যাওয়ার জন্য একাধিক ভালো ট্রেনের মধ্যে এটি অন্যতম। আমরাও চাইছিলাম মানুষ যাত্রাপথের নান্দনিক সৌন্দর্য্য উপভোগ কবে যাতে ভ্রমণ করতে পারে। তাই এই ভাবনা। এই কোচের চারদিকটাই খোলা। ইতিমধ্যেই আমরা প্রচুর ফোনকল পাচ্ছি। মানুষ আগ্রহ নিচ্ছে এই কোচের বিষয়ে।' আগামীদিনে আরও এই ধরণের কোচের সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কৌশিক বাবু আরও বলেন, 'এর ভাড়া সামান্য বেশি হলেও এতে বাড়তি ক্যাটারিং পরিষেবা থাকছে। আর ওই ফিল গুড ফ্যাক্টরের জন্য মানুষ বেশি অর্থ খরচ করে।'

বিধানসভায় ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম জয়ন্তী ও প্রয়াণ দিবস স্মরণ করলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

রিপোজ ক্লিনিক অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার ও রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের ১৪২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রিপোজ ক্লিনিক অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড ও রোটারি ক্লাব অফ গীতাঞ্জলির যৌথ উদ্যোগে একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হল। পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসক দিবস উদযাপন না করে একটি সামান্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনই মূল উদ্দেশ্যে ছিল এই দুই সংগঠনের। এদিন ৫ জন স্বনামধন্য চিকিৎসকের একটি প্যানেলের মাধ্যমে ৪০-এরও বেশি রোগীকে সফলভাবে হোস্ট করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন, ডা. অরিন্দম দত্ত, ডা. শান্তনু সাহানা, ডা. অনির্বাণ পাটসা, ডা. ইমরান। উপস্থিত ছিলেন ডা. অংশুমিত্র রায়, ডা. দেবীদাস গঙ্গোপাধ্যায়ও। এছাড়াও এদিন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দেখা গিয়েছে কড়েয়া থানাকেও।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২ জুলাই ২০২৪ ১৬ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার

ন্যাশনালে মেডিক্যালে পুলিশের ‘দাদাগিরি’

ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস স্বাস্থ্য সচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পুলিশের বিরুদ্ধে ‘দাদাগিরি’র অভিযোগ। রোগীর পরিজনদের লাঠিপেটা করার ঘটনায় উত্তপ্ত হয় ন্যাশানাল মেডিক্যালের চত্বর। রোগীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুকে ব্যথা নিয়ে ন্যাশনাল মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছিলেন শাহনাজ বেগম। ছিলেন এমার্জেন্সি অবজারভেশন ওয়ার্ডে। কিন্তু রবিবার তাঁকে একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। তারপরই দেখা যায় হাত একেবারে ফুলে গিয়েছে। কেন মায়ের হাত ফুলে গিয়েছে বা কেন হাত তুলতে পারছেন না? এই প্রশ্ন নিয়েই তাঁর মেয়ে গিয়েছিলেন কর্তব্যরত নার্সের কাছে। কিন্তু, নার্স সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন, সরকারি হাসপাতালে এসেছেন কেন? এত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। পাল্টা রোগীর মেয়ে বলেন, একজন রোগী ব্যথা অনুভব করছেন। কিন্তু আপনি কিছুই বলতে পারছেন না। তাহলে আপনি এখানে আছেন কেন? এমন প্রশ্ন করতেই কর্তব্যরত নার্স রেগে যান। ওয়ার্ডের মধ্যেই শুরু হয়ে শুরু হয় বচসা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ডেকে আনেন নার্স। ঝামেলার খবর পেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। কিন্তু, পুলিশ পুরো ঘটনা না জেনে রোগীর পরিজনদের হঠাৎ লাঠিপেটা

করতে থাকে বলে অভিযোগ। লাঠি চালায় সিভিক ভলান্টিয়ারও। পুলিশের লাঠির মার থেকে রেহাই পাননি রোগীও। রবিবারের ওই ঘটনায় সোমবার এমএসভিপি’র কাছে অভিযোগ দায়ের করে রোগীর পরিজনেরা।

অন্যদিকে, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে রোগীর পরিজনদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেন জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় লালবাজারে ই-মেলে অভিযোগ দায়ের করেছে রোগীর পরিবার। এদিকে পুলিশের বক্তব্য, রোগীর পরিজনের তরফে প্রথমে এক পুলিশকে ঘুষি মারা হয়। তারপরই তাঁরা লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হন। ন্যাশানালের ঘটনায় আবার ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব।

উদয়ন হস্টেলে ফরেনসিক দল মিলেছে রক্তের নমুনা, ভাঙা ব্যাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৌবাজারের উদয়ন হস্টেলে মোবাইল চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় এবার তৎপর ফরেনসিক দল। সোমবার ফরেনসিকের একটি দল উদয়ন হস্টেলে চোর সন্দেহে পিটিয়ে মারার নমুনা সংগ্রহ করে। ফরেনসিক দলের তরফে জানানো হয়, রক্তের নমুনা এবং ভাঙা ব্যাট মিলেছে হোস্টেল থেকে। সূত্রের খবর, এদিন হস্টেলে কোথাও অসংলগ্ন কিছু চোখে পড়ে কি না, কোথাও রক্তের দাগ রয়েছে কি না, মারধরের অন্য কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় কি না, তা দেখতে ওই হোস্টেলে পৌঁছে গিয়েছিল ফরেন্সিক আধিকারিকেরা। তাঁরা হস্টেলের একতলা এবং দোতলায় তল্লাশি চালিয়েছেন। এর আগেও ওই হস্টেল থেকে একাধিক ব্যাট এবং লাঠি পেয়েছিল পুলিশ। যুবককে মারধরে তা ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশ সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, ধৃতদের হস্টেলে এনে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হতে পারে।

মুচিপাড়া থানা সূত্রে খবর, বৌবাজারের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের আগামী ৪ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে থাকতে হবে। এই সময়ের মধ্যে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তদন্তকারীরা। ফলে ৪ জুলাইয়ের আগেই তাঁদের নিয়ে হস্টেলে যেতে হবে পুলিশকে। ঘটনার দিন যুবককে নিয়ে কোথা থেকে কারা কী ভাবে হস্টেলে ঢুকেছিলেন, ভিতরে তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, হস্টেলের দোতলায় কী হয়েছিল, পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে এই সব নিয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা পাবেন তদন্তকারীরা।

গত শুক্রবার বৌবাজারের হস্টেলে ইরশাদ আলম নামের ৩৭ বছরের যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে। তিনি বেলগাছিয়ার বাসিন্দা। চাঁদনি চক এলাকায় একটি মোবাইলের দোকানে কাজ করে সংসার চালাতেন। অভিযোগ, বৌবাজারে উদয়ন হস্টেলের সামনের রাস্তায় শুক্রবার সকালে তাঁকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল। সূত্রের খবর, আগের দিন ওই হস্টেলের এক জনের মোবাইল চুরি গিয়েছিল। ইরশাদকে দেখে ছাত্রদের সন্দেহ হয় এবং তাঁরা তাঁকে ফুটপাথ থেকে টেনেহিঁচড়ে ভিতরে নিয়ে যান। অভিযোগ, হস্টেলের ভিতরে তাঁকে মারধর করা হয়। খবর পেয়ে বৌবাজার থানার পুলিশ পৌঁছলে প্রথমে দরজা খোলা হয়নি। পরে সেখানে পৌঁছয় মুচিপাড়া থানার পুলিশ। তার পর দরজা খোলা হলে পুলিশ ইরশাদকে উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করায়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জেনেছে, ‘হাইপোভলিউমিক শক’-এর কারণে মৃত্যু হয়েছে যুবকের। হৃদ্‌যন্ত্র-সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত বা ‘ফ্লুইড’ না পৌঁছলে এই শারীরিক অবস্থা তৈরি হয়। মনে করা হচ্ছে, শরীরে একাধিক আঘাতের কারণে এ রকম হয়েছে।

মাধ্যমিকের নম্বর গড়মিলের ইস্যুতে পরীক্ষকদের সতর্ক করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন : এক আধটা নয়, মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতায় অজস্র ভুল। ১২ হাজারেরও বেশি উত্তরপত্রের নম্বরে গরমিল। কারণ, মাধ্যমিকের মূল্যায়ণে উত্তরপত্রে নম্বর যোগে ভুল। এই ঘটনায় এবার পরীক্ষকদের সতর্ক করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সম্প্রতি মাধ্যমিকের রিভিউ ও স্ক্রুটিনি রিপোর্ট সামনে আসে। তাতেই জানা যায়, যোগে ভুল করেছেন শিক্ষকরা। এই ভুলের জন্য কারও ২২ নম্বর পর্যন্ত বেড়েছে। এমসিকিউ অংশ যোগ করতেই কোথাও ভুলে যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এবছরের মাধ্যমিকে ৬৩ লক্ষ খাতার মধ্যে ১২ হাজার খাতায় ভুল ধরা পড়েছে। তার জেরে মেধা

তালিকায় বদল হয়েছে। স্বভাবতই এই ঘটনায় শিক্ষকদের দায়িত্বজ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সূত্রের খবর, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবার শিক্ষকদের সতর্ক করেছে।

সঙ্গে এও স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, দায়িত্বে অবহেলা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না, বুঝিয়ে দিয়েছে পর্ষদ। মাধ্যমিকের মতো বড় পরীক্ষায় কীভাবে নম্বর যোগ করতে শিক্ষকরা ভুলে গেলেন, তা নিয়ে সবমহলই প্রশ্ন তুলছে। সূত্রের খবর, পর্ষদের তরফে ডেকে পাঠানো হয়েছে বেশ কয়েকজন শিক্ষককে। কীভাবে এটা হল জানতে চাওয়া হয়েছে, সতর্কও করা হয়েছে বলে খবর। গত শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি জানান, মাধ্যমিকের খাতায় ১২ হাজার ভুল। ১২ হাজার ৪৬৮টি উত্তরপত্রে স্রেফ নম্বর যোগে গণ্ডগোল দেখা গিয়েছে এবার। স্ক্রুটিনিতে ২২ নম্বর পর্যন্তও বেড়েছে পরীক্ষার্থীর।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের খাবার খেয়ে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের খাবার খেয়ে বিপত্তি ভাটপাড়ায়। অসুস্থ হয়ে অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়ার শান্তিপল্লী এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁকিনাড়া শান্তিপল্লীর কৈরী পরিবারের এক সদস্যের মৃত্যুর কারণে গত ২৮ জুন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওইদিন রাতে খাওয়া সেরে বাড়িতে ফিরতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকেই। কেউ স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে, আবার কেউ বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কিছু মানুষ বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা করছেন। তবে কেন এমন হল মুখ খুলতে চাননি কেউই। এমনকি কৈরী পরিবারের সদস্যরাও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এই ঘটনা নিয়ে ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, ‘নিমন্ত্রণ বাড়িতে খাবার খেয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন। তারা বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ৬ জন পুরুষ এবং ৬ জন মহিলা ভর্তি আছেন। হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন, সকলের অবস্থাই এখন স্থিতিশীল। তাঁর দাবি, খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্য এই ঘটনা ঘটেছে।

সরকারি জায়গা প্রোমোটারকে বিক্রি করার অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করতে হবে। তারপর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুরসভাগুলির তৎপরতা চোখে পড়ে। এরইমধ্যে বিধাননগরে সামনে এল এক গুরুতর অভিযোগ। সরকারি জমির মধ্যে থাকা গাছ কেটে সেই জমি প্রমোটারকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ঘটনায় সুজিত মোদক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। সরকারি জমি কীভাবে বিক্রি করার সাহস পেয়েছিলেন ওই ব্যক্তি, সম্পূর্ণটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিধাননগর পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গত ২৮ শে জুন এলাকার কাউন্সিলর জয়দেব নস্কর অভিযোগ করেন, সুকান্ত নগরের নবপল্লীতে একটি সরকারি জায়গা দখল করে জমির মধ্যে থাকা গাছ কেটে প্রমোটারকে বিক্রি করে দিয়েছেন সুজিত। এই সুজিত আবার এলাকায় দাপুটে তৃণমূল কর্মী হিসাবে পরিচিত। ঘটনায় কাউন্সিলর তিন জনের নামে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। তদন্তে নেমে সুজিতকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে অধরা কার্তিক মাকাল, মনু চৌধুরী ও ওই প্রোমোটার। কাউন্সিলর জয়দেব নস্কর বলেন, ‘আমার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে সরকারি জমিতে একটি গাছ ছিল। সেটা রাতারাতি কেটে ফেলা হয়। প্রোমোটিং করার চক্রান্ত করছিল। আমি জেনেই পুলিশকে জানাই।’

কংগ্রেসের তরফে ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিবস পালন করা হল বিধান ভবনে।

তিন নতুন আইনের বিরোধিতা, সোমে বহু আদালতে বন্ধ কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ সহ তিন নতুন আইনের বিরোধিতায় সোমবার রাজ্যের বহু আদালতেই বন্ধ রইল কাজ। কলকাতা হাইকোর্টে আগেই এই ইস্যুতে মামলার শুনানিও হয়। তখনই জানিয়ে দেওয়া হয়, এদিন যাঁরা কাজে যোগ দেবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না। মূলত বার কাউন্সিলের তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ জানান এদিন।

কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে খবর, হাইকোর্টে অধিকাংশ আইনজীবী এদিন প্রতিবাদে এজলাসে না যাওয়ায়, হাইকোর্টের অধিকাংশ বিচারপতি সকাল সাড়ে ১১ টার পর উঠে যান। আবার নিম্ন আদালতেও আইনজীবীরা কাজে যোগ না দেওয়ায় কাজ ব্যাহত হয়েছে অনেকাংশেই।

এদিনের এই ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ সহ তিন নতুন আইন প্রসঙ্গে বারের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ললিত মাহাত এদিন বলেন, ‘বার কাউন্সিলের তরফ থেকে, ‘কালা কানুনে’র বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ জানানো হবে। সব আইনজীবীদের জন্যই এটা প্রযোজ্য।’ রাজ্যের অন্যান্য আদালতেও একই ছবি দেখা যায় এদিন।

এদিকে আইনজীবী সঞ্জয় বর্ধন উল্লেখ করেছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে জানান, কোনও আলোচনা না করেই আইন পাশ করা হয়েছে। সেই ফৌজদারি আইন নিয়েই কালা দিবসের ডাক দিয়েছে কাউন্সিল।’ আইনজীবী আরও বলেন, ‘এটি কঠোর আইন, সংবিধান বিরোধী, অগণতান্ত্রিক। এই আইন কার্যকর না করার আবেদন জানাচ্ছি।’

সোমবার থেকে দেশ জুড়ে কার্যকর হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা আইপিসি-র পরিবর্তে এই নতুন আইন লাগু করা হচ্ছে।

জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পয়লা জুলাই বাংলার প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসক ও বাংলার রূপকার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যু দিন ছিল। সেই উপলক্ষ্যে পয়লা জুলাই দিনটি দেশ জুড়ে ‘জাতীয় চিকিৎসক দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়। সোমবার জাতীয় চিকিৎসক দিবসে বীজপুর কংগ্রেসের তরফে কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতালে স্থাপিত ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। রেলওয়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। এদিন হাজির ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শহর কংগ্রেসের সহ-সভাপতি পরেশ নাথ সরকার, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শহর কংগ্রেসের সম্পাদক মৃণাল কুমার ঘোষ, নৈহাটি কংগ্রেসের সভাপতি স্বপন বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শহর কংগ্রেসের সভাপতি পরেশ নাথ সরকার বলেন, ‘ডা. বিধান চন্দ্র রায় ছিলেন বাংলার রূপকার। মানুষের সেবায় তিনি নিজের সারাজীবন নিয়োজিত রেখে ছিলেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন বীজপুর কংগ্রেসের তরফে চিকিৎসক দিবস পালন করা হল।’ তাঁর দাবি, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে বিধানচন্দ্র রায় এখনও সবার উপরে। বিধানচন্দ্র রায় যেন এভাবেই সকলের মধ্যে বেঁচে থাকেন।

কোচবিহার থেকে চোপাড়ার ইস্যুতে ধরনায় সরব বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোচবিহার এবং চোপড়ার ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার বিধানসভার বাইরে ধরনায় বসলেন বিজেপির মহিলা বিধায়করা। অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে ওই ধরনায় বসেন শিখা চট্টোপাধ্যায়, চন্দনা বাউড়ি, সুনীতা সিংহ প্রমুখ। তাঁদের সকলের গলায় ওই দুই এলাকার ঘটনা নিয়ে নানা স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড ঝুলতে দেখা যায়। কোচবিহারের মাথাভাঙায় বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের এক মহিলা কর্মীকে বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগ উঠেছে শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও তৃণমূল এই ঘটনায় তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, নিছক ঘাস কাটা নিয়ে পারিবারিক বিবাদকে বিজেপি রাজনীতির রং দিচ্ছে।

এদিকে বিজেপি শিবির সূত্রে খবর, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শনিবারও সাত সদস্যের এক প্রতিনিধিদল গঠন করে কোচবিহারের ঘটনার তদন্ত করতে। রাতে কোচবিহারে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের এক সদস্য। তাঁরা নিগৃহীতার সঙ্গে কথা বলেন। রবিবারই ঠিক হয়, ওই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির মহিলা

বিধায়করা বিধানসভায় ধরনা দেবেন। সেইমতো এদিন তাঁরা ধরনায় বসেন। যদিও স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ধরনার অনুমতি দেননি। ফলে তাঁরা বিধানসভার বারান্দায় বসে পড়েন। ইতিমধ্যে চোপড়ার ঘটনা সামনে আসে। অগ্নিমিত্রা তাঁদের ধরনায় চোপড়ার ঘটনাকেও জড়িয়ে নেন।

এদিকে আবার চোপড়ার একটি ভিডিও রবিবার ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে, তাজমুল ওরফে জেসিবি নামে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা রাস্তায় ফেলে দুই যুবক-যুবতীকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে পেটাচ্ছে। জেসিবির সঙ্গে আরও দু-একজনও মারে হাত লাগাচ্ছে। আর গোটা দৃশ্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে বহু মানুষ। কিন্তু কাউকে কোনও প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রের খবর, ওই যুগল নাকি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত। তাই সালিশি করার নামে ডেকে এনে তাঁদের পেটানো হয়। জেসিবি চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস চোপড়ার ঘটনা নিয়ে মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন।

ওই ঘটনা নিয়ে রবিবার থেকেই বঙ্গ রাজনীতি তোলপাড়। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য ঘটনার উল্লেখ করে তীব্র প্রতিবাদ করেন এক্স হ্যান্ডেলে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও সোমবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের উপর তৃণমূল নেতাদের অত্যাচার জাতীয় স্তরে নিন্দনীয়। তা সে কোচবিহার হোক, চোপড়া হোক কিংবা উত্তর দিনাজপুর হোক।’ এদিকে বিধানসভার স্পিকার বলেন, ‘আমি বিজেপি বিধায়কদের ধরনার অনুমতি দিইনি। তারপরও ওঁরা বসেছেন। মার্শালকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছি।’ অগ্নিমিত্রা বলেন, ‘তৃণমূলের দুই নতুন বিধায়ক ধরনায় বসেছেন, তাতে স্পিকারের আপত্তি নেই। আমরা বসলেই আপত্তি কেন।’ পালটা স্পিকার বলেন, ‘তৃণমূল বিধায়করা অনুমতি নিয়েছেন।’

দিল্লি থেকে ফিরে শপথ ইস্যুতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন রাজ্যপাল: কুণাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূলের দুই ভাবী বিধায়কের শপথগ্রহণ ঘিরে জটিলতা এখনও অব্যাহত। বিধায়ক পদে শপথ নিয়ে উঠতে পারেননি সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকার। সূত্রের খবর, সোমবার রাজ্যপাল বোসকে ফের একদফা চিঠি পাঠিয়েছেন সায়ন্তিকারা। এসবের মধ্যেই এবার তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য। কুণাল বলেন, ‘যেটুকু খবর পেয়েছি, স্পিকার তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দুই বিধায়কও তাঁদের আবেদন দিয়েছেন। রাজ্যপাল এই মুহূর্তে কলকাতায় নেই, দিল্লিতে রয়েছেন কোনও কাজে। আমরা আশাবাদী তিনি দিল্লি থেকে ফেরার পরই এ বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ করবেন এবং দুই বিধায়কের শপথের জটিলতা কেটে যাবে।’

রাজ্যপাল বোসের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কড়া ভাষায় রাজনৈতিক বিরোধিতা জানালেও, ব্যক্তিগত স্তরে বোসের সঙ্গে তৃণমূল নেতার কুণাল ঘোষে সম্পর্ক বেশ ভাল। ২০২৩-এর কুণালের পাড়ার দুর্গাপুজোয় গিয়ে অষ্টমীর অঞ্জলিও

দিয়েছিলেন রাজ্যপাল বোস। ব্যক্তিগত স্তরে সম্পর্ক ভাল হলেও, রাজ্যপালের একাধিক সিদ্ধান্তে রাজনৈতিকভাবে খড়্গহস্ত হতে দেখা গিয়েছে কুণালকে। এবারও দুই ভাবী বিধায়কের শপথগ্রহণ জটিলতার মাঝে কুণাল ঘোষের হুঙ্কার, জটিলতার অবসান না হলে ‘আনটোল্ড স্টোরি অব হোটেল তাজ প্যালেস, নিউ দিল্লি’ প্রকাশ্যে আসবে। সেই নিয়ে কুণালকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, ‘রাজ্যপালের সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক দ্বিমত থাকে। কিন্তু তিনি বয়সে বড়। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধাও করি। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলে সমালোচনা হবেই। এখন দুই বিধায়কের শপথ নিয়ে রাজভবনকেন্দ্রিক জট হয়ে রয়েছে। রাজ্যপালই একমাত্র এই জট খুলতে পারেন। তিনি কলকাতার বাইরে। যেটুকু জানি, কলকাতায় ফিরেই তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন।’ তবে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে এই শপথগ্রহণ ঘিরে তাঁর কোনও কথা হয়নি বলেও জানান কুণাল ঘোষ। তৃণমূল নেতার দাবি, তিনি নিজের বিশ্বাস থেকেই বলছেন রাজ্যপাল কলকাতায় ফেরার পর জট খোলার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত জানাবেন।

সম্পাদকীয়

জিডিপি বৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসের আসল চাবি যে রয়েছে বিজ্ঞানের হাতে

অর্থনীতির বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে এক সাধারণ অভিযোগ এই যে, তাঁরা জিডিপি বৃদ্ধি তথা দারিদ্র নিরসন নিয়ে যতই মাতামাতি করুন, বিজ্ঞান নিয়ে দু'এক জন ব্যতিক্রমী ব্যক্তি ব্যতীত একেবারেই নীরব। জিডিপি বৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসের আসল চাবিকাঠি যে বিজ্ঞানের হাতে, এ সহজ সরল সত্যটা তাঁদের রচনায় কী করে অনুপস্থিত থাকে, সেটাই বিস্ময়কর। সারা জীবন বিজ্ঞানের গবেষণাগারে কাটিয়ে আমার বিজ্ঞানী বন্ধুদের মধ্যে কুসংস্কার ও 'অনেক ঈশ্বর'-এর প্রতি প্রীতির ঘটা দেখে যুগপৎ বিস্মিত, দুঃখিত ও আশাহত হই। এ পোড়া দেশে কোনও দিন কি বিজ্ঞানের কিছু হবে? শিক্ষিতদের মধ্যে কুসংস্কার নিয়ে এক প্রয়াত অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন, অশিক্ষিতদের মধ্যে যে কুসংস্কার তার মধ্যে কোনও খাদ নেই, কারণ তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটুও বিজ্ঞানের মিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করেন না। কিন্তু শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা বিজ্ঞান-দীক্ষিতদের বিপদ হল, তাঁদের কুসংস্কার যে বিজ্ঞান-সমর্থিত, সেটা প্রমাণ করার জন্য তাঁদের আপ্রাণ ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। তা না হলে তাঁদের সামাজিক সম্মান বজায় থাকে না। প্রবন্ধকারের একটি বক্তব্য নিয়ে অবশ্য মন্তব্য করতেই হচ্ছে। তিনি গণিতশাস্ত্রকে যথার্থ বিজ্ঞানের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং জীববিদ্যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে, সে জন্য সেগুলো বিজ্ঞান। এ জিনিসটা গণিতশাস্ত্র পারে না। এই কারণেই গণিতশাস্ত্র বিজ্ঞান বহির্ভূত; নোবেল প্রাইজরে বিষয়গুলির মধ্যে গণিতশাস্ত্র স্থান পায়নি। বড়জোর একে বিজ্ঞানের একটি সহায়ক পদ্ধতি বা 'টুল' বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে রামানুজন যেমন আছেন, চন্দ্রশেখরও আছেন, নিউটন যেমন আছেন, স্টিফেন হকিংও আছেন। দু'দিকেই কীর্তিমান ব্যক্তিরা আছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস দিয়ে সমাজের বিজ্ঞান-বিশ্বাস কেমন, জানা সম্ভব নয়। মানবমনে ঈশ্বরবোধ সংক্রান্ত ধারণার ইতিহাস পদার্থবিদ, গণিতজ্ঞ, রসায়নবিদরা তাঁদের বিষয়গত জ্ঞানের দ্বারা যত প্রাঞ্জল করতে পারেন, তার থেকে বেশি পারেন সমাজবিদ্যা বিশারদ, নৃতত্ত্ববিদ, মনোবিদ, পুরাতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদেরা। কারণ, মানবমনে ঈশ্বর অনুসন্ধানে এই সমস্ত বিষয়ের সংগৃহীত তথ্য নতুন জ্ঞানের সঞ্চার করেছে। ধর্মপুস্তকের বাইরেও মানবমনে ঈশ্বর-বিশ্বাসের খবর আছে এই সমস্ত বিদ্যায়।

আনন্দকথা

মাঝে মাঝে নির্জনে সাধন-ভজন করে ভক্তিলাভ করে সংসারে থাকা যায়; জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন; ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়, তবে দেখা দেন; তোমরা যা কর, নিরাকার সাধন সে খুব ভাল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে ঠিক বোধ করবে — ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। সনাতন হিন্দুধর্মে সাকার নিরাকার দুই মানে; নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা করে — শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। রোশনচৌকিওয়ালারা একজন শুধু পোঁ ধরে বাজায় অথচ তার বাঁশীর সাত ফোকরপ আছে; কিন্তু আর একজন তারও সাত ফোকর আছে, সে নানা রাগরাগিণী বাজায়।

''তোমরা সাকার মানো না, তাতে কিছু ক্ষতি নাই; নিরাকারে নিষ্ঠা থাকলেই হল। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

রাধিকা

১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা এন মুথরুবুথমের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাজেশ পি এন রাওয়ের জন্মদিন।*
১৯৭৬ *বিশিষ্ট কোরিওগ্রাফার রাধিকার জন্মদিন।*

অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মোদির তৃতীয়বারের মন্ত্রিসভা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত, শান্তনু বাংলার উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করবেন

প্রদীপ মারিক

সমগ্র ভারতবাসীর কথা ভাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতবাসীকে পূর্ণ গণতন্ত্রের মর্যাদা দিতে পেরেছে একমাত্র মোদি সরকার। প্রত্যেক দেশবাসী পেয়েছেন স্বাধীন মৌলিক অধিকার। টানা তৃতীয় বারের ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া নরেন্দ্র মোদীর জোট সরকারে মোট মন্ত্রী ৭২ জন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ছাড়াও আর বাকি ৭১ জনের মধ্যে ৩০ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, পাঁচজন স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং ৩৬ জন প্রতিমন্ত্রী। মোদীর মন্ত্রিসভায় এবার নারী মন্ত্রী সাতজন। এদের মধ্যে দুইজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, তারা হলেন নির্মলা সীতারমণ ও ঝাড়খণ্ডের কোডারমা থেকে নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ অন্নপূর্ণা দেবী। মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বে এন ডি এ হলো একটা পরিবার। জওহরলাল নেহেরুর পর তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হওয়া বিশ্ব বরেণ্য ভারতের একমাত্র নেতা মোদী বলেছেন, এই মন্ত্রীসভা তরুণ ও অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত, জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সম্ভাব্য সবকিছু করবে এনডিএ মন্ত্রিসভা। 'ভারসাম্য' বজায় রেখে জোট সরকারের অন্তর্গত তেলুগু দেশম পার্টি, জনতা দল ইউনাইটেড, শিবসেনা (শিন্ডে গোষ্ঠী), লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস), জনতা দল সেকুলার, রাষ্ট্রীয় লোক দল, হিন্দুস্তানি আওয়ামী মোর্চা (এইচএএম), রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই ১১ জন মন্ত্রীকে। শরিকদের ছেড়ে দিতে হয়েছে পাঁচটি কেন্দ্রীয় পূর্ণমন্ত্রী, দুটো স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী আর চারটি প্রতিমন্ত্রীর পদও। ২৯ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, ১০ জন তফসিলি, পাঁচজন সংখ্যালঘু এবং পাঁচজন জনজাতি সমাজের প্রতিনিধি আছেন এবারের মন্ত্রিসভায়। কোনও মুসলিম মন্ত্রী নেই মন্ত্রিসভায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে দায়িত্ব রেখেছেন তা হলো কর্মচারী, গণঅভিযোগ ও পেনশন, আণবিক শক্তি দপ্তর, মহাকাশ দপ্তর, গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় নীতি সম্পর্কিত এবং অন্যান্য মন্ত্রকের দায়িত্বভার, যা কোনও মন্ত্রীকে দেওয়া হয়নি। শ্রী রাজনাথ সিং এর দায়িত্ব পেয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (Ministry of Defence) ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অন্যতম প্রধান মন্ত্রক। এর প্রধান কাজ হল রক্ষা ও সুরক্ষা সম্বন্ধী বিষয়ে নীতিনির্ধারণ করা এবং তার কার্যপ্রণালী রক্ষা বিভাগ, রক্ষা সামগ্রী উৎপাদন বিভাগ, রক্ষা অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ, আর্থিক বিভাগ, ভারতীয় সৈন্য বল, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক কল্যাণ বিভাগ, আন্তর্পরিষেবা সংস্থাগুলিকে তা অবগত করানো। তাছাড়া সরকারে বিভিন্ন নীতিগুলিকেও উক্ত বিভাগগুলিতে কার্যকর করা। শ্রী অমিত শাহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী ভারত সরকারের এই মন্ত্রক জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রশাসন ও অসামরিক-সামরিক যোগাযোগ, সামরিক কর্মচারীদের কল্যাণ, আরআইএমসি ভর্তি পরীক্ষা, আরআইএমসি/এনডিএ ক্যাডেটদের বৃত্তি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের পেনসন, আঞ্চলিক বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক-সদস্যদের সুযোগসুবিধা প্রদান এবং শৌর্য ও বিশেষ সেবামূলক পুরস্কার প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান, কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রী এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক (কৃষি আভাম কিষাণ কল্যাণ মন্ত্রক) হল ভারত সরকার একটি শাখা এবং ভারতে কৃষি সম্পর্কিত বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন ও প্রশাসনের জন্য শীর্ষ সংস্থা। মন্ত্রকের তিনটি বিস্তৃত ক্ষেত্র হল কৃষি - খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সহযোগিতা ভারতের বিকাশ মানে কৃষকদের বিকাশ। এনডিএ সরকার পূর্বেই পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে দেশবাসী। ১১.৪ কোটি কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। পিএম ফসল বিমা পেয়েছেন ৪ কোটি কৃষক। ১৩৬৯ মান্ডি তৈরি হয়েছে। ৩ লক্ষ কোটির আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে, ৪ কোটি কৃষকদের বিমার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আরও একাধিক প্রকল্প কৃষকদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে। কৃষি মন্ত্রী নিশ্চই এই প্রকল্প গুলি সমগ্র কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেবেন। ধর্মেন্দ্র প্রধান শিক্ষা মন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রক জাতীয় শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন করে।এই মন্ত্রণালয় আবার দুটি বিভাগে বিভক্ত, সেগুলি হলো, স্কুল শিক্ষা এবং সাক্ষরতা

বিভাগ। এই দুটি বিভাগ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও সাক্ষরতা এবং উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বৃত্তি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে গুলির সাথে যুক্ত। মোদি সরকার পূর্বেই গবেষণার অর্থভাণ্ডার তৈরি করেছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জন্য একটা ডিজিটাল প্লাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে, 'টেক-স্যাভি'র মাধ্যমে। যা যুব প্রজন্মের জন্য এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বললেন, এক লাখ কোটি টাকার যে অর্থ ভাণ্ডার তৈরি করা হবে, তাতে ৫০ বছরের জন্য সুদ দিতে হবে না। দীর্ঘকালীন মেয়াদের জন্য ঋণ নেওয়া যাবে। কোনও সুদ ছাড়াই নতুন করে আর্থিক সহায়তা করা হবে। যা বেসরকারি ক্ষেত্রকে গবেষণার দিকে ঝুঁকতে সাহায্য করবে। দেশের যুবকদের নতুন প্রযুক্তি সমন্ধে সম্যক জ্ঞান জন্মাবে। উচ্চমানের পরিষেবা দেওয়া হবে অল্প খরচে, উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বকে নতুন পথ দেখাবে ভারত। শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব হয়েছেন রেলমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী। রেল মন্ত্রক ভারত সরকারের রেলওয়ে পরিচালনা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক। ভারতে রেল পরিবহণের একক দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থা ভারতীয় রেল এই মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভারতীয় রেলের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান রেলওয়ে বোর্ড মন্ত্রকের কাছে যাবতীয় রিপোর্ট পেশ করে। নয়াদিল্লি আরও রেলভবন এই মন্ত্রকের প্রধান কার্যালয়। পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে বন্দে ভারত স্লিপার, বন্দে ভারত চেয়ারকার এবং বন্দে ভারত মেট্রো দেশের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে দিতে চায় মোদি সরকার। আমদাবাদ-মুম্বই বুলেট ট্রেনের কাজও পূর্ণ উদ্যমে চলছে, উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতে একটি করে বুলেট ট্রেন চলবে। মোদি সরকার পূর্বেই ঘোষণা করে দিয়েছিল ৪০ হাজার রেলবগিকে বন্দে ভারত স্ট্যান্ডার্ডে পরিবর্তিত করা হবে। যাত্রী সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে রেলওয়ের জন্য ৩টি ইকোনমিক করিডর তৈরি হবে। সিমেন্ট, মিনারেল ও শক্তি করিডর তৈরি হবে। তথ্য প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) এর একটি এক্সটেনশনাল শব্দ যা ইউনিফাইড কমিউনিকেশনের ভূমিকাকে জোর দেয় এবং টেলিকমিউনিকেশনস (টেলিফোন লাইন এবং ওয়্যারলেস সিগন্যাল) এবং কম্পিউটারের একীকরণ, সেইসাথে প্রয়োজনীয় এন্টারপ্রাইজ সফ্টওয়্যার, মিডলওয়্যার, স্টোরেজ এবং অডিওভিজ্যুয়াল, যা ব্যবহারকারীদের তথ্য অ্যাক্সেস, সঞ্চয়, প্রেরণ, বুঝতে এবং ম্যানিপুলেট করতে সক্ষম করে। বিজেপির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা তথা দক্ষিণ পূর্ব রেল শিয়ালদহ শাখার রেল উন্নয়ন কমিটির সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল যে ভাবে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে আহত বা নিয়ত ব্যক্তি বর্গের পাশে দাঁড়ান কিংবা ট্রেনে কেউ কিছু হারিয়ে ফেললে তৎক্ষণাৎ ফোন করে তা খুঁজে আনার বাবস্থ্যা করেন তা এককথায় নাজির হয়ে থাকবে। তার মত শিক্ষিত বিদুষী এবং সাহসী নারীকেই তো তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরে বিদেশ করে ডাকবিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে চাই। কারণ লোকসভা ভোটের প্রাক্কালেই ডায়মন্ডহারবার এর অন্তর্গত কামারপোল উপ ডাকঘরের কর্মীরা প্রধানমন্ত্রীর সূর্য ঘর প্রকল্পের কথা মানুষকে বোঝাতে গেলে স্থানীয় শাসক দলের কর্মীরা ডাকঘরের কর্মীদের ওপর চড়াও হন। মহুয়া দেবী খবর পেয়েই লোকসভা পর্যন্ত খবর পৌঁছে দেন। যেমন প্রতিবাদী সন্দেশখালীর রেখা, তেমনই মহুয়া উপাধ্যায়। এই সব দুর্গাশক্তিকেই চাই রেলের মতোই ডাক বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে। তরুণ তুর্কী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া যোগাযোগ মন্ত্রী এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্য যথাক্রমে অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও সিকিমের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য এই মন্ত্রণালয় কাজ করে। এই মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে উত্তর-পূর্বের রাজ্যিক সরকারের সমন্বয়ক ভূমিকা গ্ হণ করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতির উন্নয়ন, ব্যক্তিগত খণ্ডের বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং দী্ঘস্থায়ী শান্তি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। শ্রীমতি অন্নপূর্ণা দেবী হয়েছেন মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী। মোদি সরকার পূর্বের ঘোষণা করেছিল। ভারতের বিকাশের জন্য চাই নারীশক্তির বিকাশ। মোদী সরকার, তিন তালাক রদ করেছে, সংসদ ও রাজ্যের বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। বাড়িতে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার প্রদান করা হয়েছে। মহিলা উদ্যোগপতিদের জন্য ৩০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে। ১০ বছরে উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে ২৮ শতাংশ, এই শিক্ষার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে কর্মক্ষেত্রে। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে মহিলা কর্মীর উপস্থিতি। গ্রামাঞ্চলে পিএম আবাস যোজনার ৭০ শতাংশ বাড়ির মালিকানা বা যৌথ মালিকানা দেওয়া হয়েছে মহিলাদের। মহিলাদের প্রকল্প 'লাখপতি দিদি'তে জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ২ কোটি মহিলার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এই লক্ষ্যমাত্রা আগামী দিনে বাড়িয়ে ৩ কোটি করা হচ্ছে। সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারের ভ্যাকসিন নিতে পারবেন দেশের মহিলারা। মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য একাধিক প্রকল্প কার্যকর হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ২ কোটি 'লাখপতি দিদি' লক্ষ মাত্রা তো রেখেই ছিল, বিজেপির সংকল্পপত্র অর্থাৎ ইস্তেহারে ৩ কোটি বোনকে লাখপতি দিদি বানানোর গ্যারান্টি দিচ্ছেন মোদি। দেশের মহিলারা যেন ড্রোনকে ব্যবহার করে নিজেদের আর্থিক লাভের সঙ্গে সমাজের উন্নয়ন ও করতে পারে তার জন্যই 'নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প'। দেশের ১৫ হাজার স্ব-সহায়ক দলকে ড্রোন দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই ড্রোন দেওয়া হবে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের। কৃষি কাজের সুবিধার জন্য তারা এই ড্রোন ভাড়ায় দিতে পারবেন কৃষকদের। সংকল্প পত্রে বলা হয়েছে আগামী ৫ বছর নারীশক্তিই দেশের ভিত্তি হবে। ১০ কোটি বোনকে আইটি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রিটেলের কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছে এন ডি এ সরকার তা পূরণ করতে প্রস্তুত অর্ণপূর্ণা দেবী। কিঞ্জারাপু রামমোহন নায়ডু দায়িত্বে অসামরিক অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক হচ্ছেন ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহনের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় নীতি ও প্রকল্প উদ্ভাবনের জন্য দায়বদ্ধ মন্ত্রক। এটি দেশের অসামরিক বিমান পরিবহনের নিয়মিত বৃদ্ধি ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করে। এছাড়া এটি বিমানবন্দরের পরিকাঠামো, বিমান ট্র্যাফিক পরিষেবা এবং আকাশপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের উপর নজরদারি রাখে। তরুণ তুর্কি চিরাগ পাসওয়ান, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রী। ভারতবাসীর জন্য তিনি সমস্ত কাজ করতে বদ্ধ পরিকর। শহর শহরতলী গ্রামের প্রত্যেক মানুষের বিকাশের লক্ষ্য তাদের উৎপাদন বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে ডিজাইনিং বিজ্ঞান যুক্ত করে স্টার্ট-আপের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে এই বাজেটে। এর ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে, অর্থনীতির ভাষায় যাকে সুইট স্পট বলা হয়ে থাকে। শ্রীমতি রক্ষা নিখিল খাডসে হয়েছেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। ২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজন করবে ভারত, ২০২৫ সালকে 'জনজাতি গৌরব বর্ষ' হিসাবে পালন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। জনজাতীয় গৌরব দিবস পালন করা হবে। ২০২৫ সালে বীরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী। এটা রাষ্ট্রীয় স্তরে পালিত হবে। ডিজিটাল জনজাতি কলা অ্যাকাডেমি তৈরি করা হবে। ৭০০-রও বেশি একলব্য স্কুলের স্বীকৃতি দেওয়া হবে। শ্রী সুকান্ত মজুমদার, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ দ্বারা নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ (এনইপি ২০২০) পাস করা হয়েছিল ২০২০ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে। বর্তমান শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি, ১৯৮৬, এই এনইপি ২০২০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এনইপি ২০২০-এর অধীনে, মানবসম্পদ ও উন্নয়ন মন্ত্রকের (এমএইচআরডি) নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা মন্ত্রক (এমওই) করা হয়েছিল। এনইপি ২০২০ এর অধীনে অসংখ্য নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং ধারণাকে আইনে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষিত মার্জিত সুকান্তের লক্ষ্য বিকশিত ভারত। প্রথমেই প্রাধান্য পেয়েছে যুব সম্প্রদায়। প্রশিক্ষিত হচ্ছে যুব সম্প্রদায়। জাতীয় শিক্ষানীতির জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার এসেছে। স্কিল ইন্ডিয়ায় যুব সম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। শান্তনু ঠাকুর বন্দর জাহাজ ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী। জাহাজ মন্ত্রক হল ভারত সরকারের একটি শাখা সংস্থা। এই মন্ত্রক দেশের জাহাজ বন্দর ও জাহাজ চলাচল সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় দেখাশুনা করে। বাংলায় খিদিরপুর ফলতায় উন্নত নদী বন্দর গঠন করা সম্ভব। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায়। ফলতা হলো বঙ্গোপসাগরের মোহনা। এখানে গঙ্গা স্রোতস্বিনী। কিন্তু বর্তমানে ফলতায় বেশিরভাগ কারখানা বন্ধ। যদি আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধি করা যায় economic zone হিসাবে ফলতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। শ্রী এইচ ডি কুমারস্বামী ভারী শিল্প মন্ত্রী এবং ইস্পাত মন্ত্রী, যে মন্ত্রক ভারতের বিকাশের জন্য জরুরি। জাহাজ এবং জলপথের এবং সড়ক পথে ইস্পাত পৌঁছে যাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিদেশেও। মোদির গ্যারান্টি তো এখানেই প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় স্বাধীন অথচ প্রত্যেক মন্ত্রালয়ের সঙ্গে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের যোগসূত্র যেন নিবিড়, এটাই তো বিকশিত ভারতের রূপরেখা। বাংলা থেকে নির্বাচিত দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত এবং শান্তনু মোদির উন্নয়নের কথা প্রত্যেক বঙ্গবাসীদের কাছে পৌঁছে দেবেন। এটাই মোদির সঙ্গে এনডিএ'র নির্বাচিত সব সাংসদ তথা মন্ত্রীদের উপলব্ধি, যে রাজনীতির উর্ধে দেশবাসীর জন্য আত্মনিয়োগ। বাংলা থেকে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই আত্মনিয়োগ এবং তাদের উন্মুক্ত চিত্তে প্রত্যেক দেশবাসীর জন্য কাজের ধারাই বুঝিয়ে দেবে, আমরা বঙ্গবাসী সুকান্ত এবং শান্তনুর জন্য সত্যি গর্ব বোধ করতে পারছি।

নালন্দার গৌরব ফিরে আসুক

শুভজিৎ বসাক

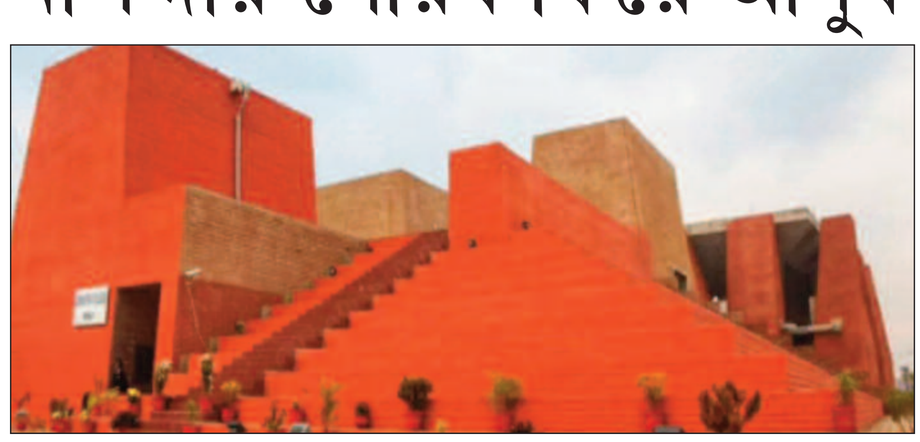

জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখে বিদ্যার পুষ্টিসাধন করা গৌরবময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ১১৯৭ সালে যখন তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললো যখন পশ্চিমা বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করার মাধ্যমে জ্ঞানের উৎপত্তি ও তার বিস্তরণও যেন পূর্ব থেকে পশ্চিমে স্থানান্তরিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে যা কিছু শিক্ষা সব এসেছে পশ্চিম থেকে এমন যে ধারণা তৈরি হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে সেটা আসলে ভারতের গৌরব। সম্প্রতি সেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে পথ চলা শুরু করল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেখানের নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করার সাথে সাথে।

ধারণা করা হয়, গুপ্ত সম্রাটেরা নালন্দা মহাবিহারের নির্মাতা এবং সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তই সম্ভবত এক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সাত শতকের দিকে নালন্দা একটি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। চৈনিক তীর্থযাত্রী হিউয়েন-সাং পড়াশোনার জন্য এখানে কয়েক বছর অতিবাহিত করেন।

তাঁর সময় থেকেই নালন্দা বিশিষ্ট পুরোহিতগণের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নালন্দার পন্ডিতগণ ছিলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিখ্যাত। হিউয়েন-সাং সহ তৎকালীন অনেক পরিব্রাজকেরাই নালন্দার শিক্ষকগণের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, নালন্দায় পড়াশোনা অনেক বেশি শ্রুতিনির্ভর ছিল এবং শিক্ষার্থীদের চিন্তার জগৎকে প্রসারিত করাই ছিলো তার উদ্দেশ্য।

বস্তুগত প্রাপ্তি এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিলো না, বরং শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্য ছিলো 'knowledge for knowledge sake'। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্ট এবং দক্ষ ব্যক্তিরা ভিড়ের মধ্যে জড়ো হন, সম্ভাব্য এবং অসম্ভব মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেন এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা তাদের মতামতের শ্রেষ্ঠত্বের আশ্বাস পাওয়ার পরে তাদের প্রজ্ঞার জন্য সুপরিচিত হন। প্রাচীন ভারতে গুরুকুলে বা আশ্রমের শিক্ষায় একসময় শিক্ষালাভের অধিকার ছিলো কেবল ব্রাহ্মণ সন্তানদের। বৌদ্ধবিহার-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় সেই বাধা কেটে যায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিষয়টি চমৎকার ছিলো তা হলো এর সর্বজনীনতা। নালন্দার শিক্ষকদের গভীর জ্ঞান চীন, কোরিয়া, জাপান, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, তুরস্ক, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো দূরবর্তী স্থানের পণ্ডিতদের আকর্ষণ করেছিল। এই বিদ্বানগণ এই অনন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, স্থাপত্যকলা এবং শেখার বিষয়ের নানা স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এই বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত শীলভদ্র, ধর্মপাল, আর্যভট্ট, অতীশ দীপঙ্কর প্রমুখ।

এত গৌরবময় ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণতি করুণ হয়েছিল। বেশ কিছু পারসিয়ান ও বাঙালি ঐতিহাসিকদের মতে, মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী তেমনি খুব ক্রূর ও নির্মম প্রকৃতির শাসক ছিলেন। বিহারে তিনি নির্ব্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করেছিলেন। নালন্দার কাছে এসে উচ্চ প্রাচীর এবং এর বিশাল ভবনগুলির কাছে এসে নালন্দাকে খিলজী এবং তাঁর বাহিনীর কাছে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দুর্গের মতো মনে হয়েছিল। তিনি ঘোড়সওয়ার প্রায় দুশো সেনা নিয়ে এটির উপরে অতর্কিতে আক্রমণ করেন। সেখানকার মুণ্ডিত-মস্তক নিরীহ বৌদ্ধাচার্যগণকে শত্রু-সেনাপতি মনে করে অসহায় অবস্থায় তাঁদের জীবন নষ্ট করলেন, তখন পর্যন্তও খিলজি বুঝিতে পারেননি যে তিনি শত শত একান্ত নিরীহ, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও বৌদ্ধ আচার্যদের প্রাণ নষ্ট করছেন। এখানেই না থেমে এরপরে প্রচুর বই বই সেই নৃশংস সেনাদের নজরে আসে, তারা অনেক হিন্দুকে ডেকে পাঠায় যাতে তারা সেই বইগুলোর বিষয়ে তথ্য দিতে পারে, কিন্তু পুরো হিন্দুকে (বইগুলোর বিষয়বস্তুর সাথে) পরিচিত করে হত্যা করা হয়। জানা যায়, কয়েক বছর পরে, কিছু সন্ন্যাসী সাইটে ফিরে আসার সাহস করেছিলেন। তবে এটি পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিলো। অতএব অনেকের মতে, ভারতীয়রা যে চিরকাল অশিক্ষিতই ছিল আর ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিলো না এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এরকম আরো কিছু প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করা না হলে এবং দিনে দিনে তাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বর্তমান বিশ্বে ভারতীয় উপমহাদেশই হয়তো নেতৃত্ব দিত আজ। অথবা নেতৃত্ব দিতে না পারলেও পশ্চিমা শিক্ষাপণ্যের কেবল গ্রহীতা না হয়ে দান ও গ্রহণ দুইই করতে পারত যেটা নতুন করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা নতুন করে দেখাতেও পারে।

তাই সেই গরিমাকে স্মৃতিতে রেখে নালন্দাকে তার পুরানো গৌরব ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নতুন ভারতের এবং সেই দায়িত্ব সকলে কতটা পালন করতে সক্ষম হতে পারবে সেটাই নব নালন্দার নতুন করে পথ চলার ক্ষেত্রে দিগন্ত হতে পারে।

অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে যোগ নগেন্দ্রনাথ রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) হিসেবে কর্মস্থলে যোগ দিলেন নগেন্দ্রনাথ রায়। প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মুরারী মোহন মণ্ডলের জায়গায় স্থলাভিষেক হল তার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্গত বুনিয়াদপুরে অবস্থিত নিজের দপ্তরে এদিন তিনি যোগদান করেন। এদিন তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক আব্দুল মঈন, যতীন্দ্রনাথ বর্মন, রানা দাস, সাব-ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস (মাধ্যমিক) জ্যোতির্ময় সিনহা সহ অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে থাকা অন্যান্য কর্মীরা। অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের হাতে ফুলের তোরা তুলে দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সকলে।

জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তদানীন্তন অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মুরারী মোহন মণ্ডল বদলি হয়ে যাওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদটি খালি ছিল। কখন প্রাক্তন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃন্ময় ঘোষ এবং বর্তমান জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নিতাই চন্দ্র দাস এই দায়িত্ব সামলেছেন। বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিদ্যালয় গুলির দায়িত্ব সামলে তাঁরা বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব সামলেছেন। অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুর মহকুমায় জুনিয়র হাইস্কুল, মাদ্রাসা এবং হাইস্কুল রয়েছে প্রায় ১৭১টি। উল্লেখ্য, সদ্য যোগদান করা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নগেন্দ্রনাথ রায় এর আগে কোচবিহার জেলায় মেখলিগঞ্জ মহকুমায় অ্যাসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মুরারীমোহন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে বদলি হয়ে যাওয়ায় তিনি এই পদ ছেড়ে চলে যান। সেখানেই বিদ্যালয় পরিদর্শক পদটি ফাঁকা ছিল। অবশেষে শিক্ষা দপ্তর থেকে এবছরের জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়। সেই নির্দেশিকায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) হিসেবে নগেন্দ্রনাথ রায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আরামবাগে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চাবি দিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দীর্ঘদিন ধরে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগে এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীকে ভেতরে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে রাখলেন অভিভাবকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের বাতানল গ্রাম পঞ্চায়েতের শেখপুর উত্তরপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। পরে পুলিশ এসে ওই কেন্দ্রের কর্মী মনসা রায়কে উদ্ধার করে। এরপরই আইসিডিএস আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে দফায় দফায় অভিভাবকেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবিলম্বে ওই কর্মী মনসা রায়ের অন্যত্রে স্থানান্তরের দাবি তোলেন এই এলাকার অভিভাবকারা। অভিভাবকাদের অভিযোগ, এক রত্তি শিশুদের যে খাবার দেওয়া হয় তা মুখে দেওয়ার মতোই নয়। অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে খাবার দেওয়া হয়। বার বার এখানকার কর্মীকে বলা হয়েছে। কিন্তু কোনও পরিবর্তন হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই সেই একইভাবে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে। তাই আমরা বাধ্য হয়েই এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছি। অঙ্গনওয়াড়ি দপ্তরের আধিকারিকদের কোনও হুঁশ থাকে না। তারা পদে বসেই আছেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি কিভাবে চলছে তার কোনও খোঁজ খবর নেন না তারা। তাই আমরা এর প্রতিবাদে তালা ঝুলিয়ে আটকে রেখে ছিলাম। অবিলম্বে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে ফের ক্ষোভ বিক্ষোভ করা হবে। আর তা নাহলে এই কর্মীকে অন্যত্রে স্থানান্তরিত করতে হবে। যদিও আরামবাগের সিডিপিও সুহাস সরকার ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি এই কেন্দ্রে আসেন। গোটা বিষয়টি খোঁজ খবর নেন। কিন্তু অভিভাবকা ও গ্রামবাসীরা এক যোগে সিডিপিও সুহাস সরকারকে ঘেরাও করে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান। কেন এই অব্যবস্থা, কেন নিম্নমানের সামগ্রীর খাবার দেওয়া হবে? স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে সুহাস বাবু ওই কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

তন্ত্রসাধনার জেরে এক যুবকের নির্মম হত্যার অভিযোগ, গ্রেপ্তার সাধু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তন্ত্র সাধনা করতে গিয়ে এক যুবককে নির্মমভাবে হত্যার অভিযোগ। একদিকে যখন চাঁদের মাটিতে মানুষের বসবাসের জন্য নমুনা সংগ্রহ করছে চন্দ্রযান। প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের ওপরে এগিয়ে চলেছে বিশ্ব। সেই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজও কুসংস্কারের ওপরেই বিশ্বাস করে বেঁচে রয়েছেন এক শ্রেণির মানুষ। তারই প্রমাণ পাওয়া গেলো পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসিতে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি থানার দয়ালপুরে মাঠে ডাকাত কালীর থানে তন্ত্র সাধনা করতে গিয়ে এক যুবককে নির্মমভাবে হত্যার অভিযোগ উঠল এক সাধুর বিরুদ্ধে। যুবকের মৃতদেহ সোমবার ময়নাতদন্ত হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। মৃত যুবকের নাম জিৎ কুমার দানা (২০)। তার বাড়ি গলসি থানার খেতুরা গ্রামে। খেতুরা গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে দয়াল পুরের মাঠে ডাকাত কালী ঠাকুরের কাছে তার পরিচিত এক সাধু তাকে ডাকে। সেই মতো শনিবার রাতে বাড়ির লোককে জানিয়ে ওই যুবক সেখানে গিয়েছিল। তারপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ মেলেনি। তার মোবাইলের সুইচ অফ ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রবিবার ওই যুবকের মৃতদেহ দয়ালপুরের মাঠে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। স্থানীয়রা দেখেন উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে রয়েছে জিতের মৃতদেহ এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন। খবর দেওয়া হয় গলসি থানায়। গলসি থানার পুলিশ ওই সাধুকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করেছে।

চোর সন্দেহে মারধর যুবককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চোর সন্দেহে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মার! ২৩ বছরের যুবকের মৃত্যু হুগলির তারকেশ্বর থানার পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রানাবাঁধ এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ মান্না। তিনি পেশায় গাড়িচালক। পুলিশ সূত্রে খবর, দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। তারকেশ্বর থানার পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রানাবাঁধ এলাকার ঘটনা। পরিবারের অভিযোগ, চোর সন্দেহে রবিবার রাতে বিশ্বজিৎকে বাড়ি থেকে তুলে যান জনৈক বিকাশ সামন্ত ও তাঁর ছেলে দেবকান্ত সামন্ত। বিশ্বজিৎকে বেধড়ক মারধর করেন তাঁরা। বিশ্বজিতের মায়ের দাবি, তাঁর ছেলে চুরি করেননি বলে তিনি কাকুতিমিনতি করেছিলেন অনেক। তাঁকেও সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। মারের চোটে সংজ্ঞা হারান বিশ্বজিৎ। ওই অবস্থায় তাঁকে রাত ২টো নাগাদ তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই চিকিৎসক বিশ্বজিৎকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত বিকাশ ও তাঁর ছেলে দেবকান্তকে আটক করেছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ।

উত্তরপাড়ায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন পালন

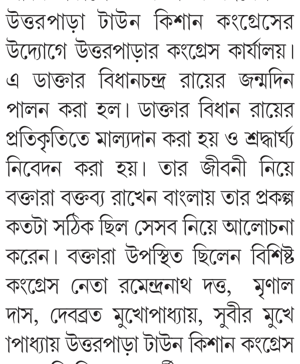

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: সোমবার পয়লা জুলাই বাংলার রূপকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন। এদিন সকালে উত্তর টাউন কংগ্রেস ও উত্তরপাড়া টাউন কিশান কংগ্রেসের উদ্যোগে উত্তরপাড়ার কংগ্রেস কার্যালয়। এ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন পালন করা হল। ডাক্তার বিধান রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। তার জীবনী নিয়ে বক্তারা বক্তব্য রাখেন বাংলায় তার প্রকল্প কতটা সঠিক ছিল সেসব নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তারা উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা রমেন্দ্রনাথ দত্ত, মৃণাল দাস, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সুবীর মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া টাউন কিশান কংগ্রেস সভাপতি মিলন চক্রবর্তী।

বারাকপুর পৌরসভা
বি.টি. রোড, পোঃ- তালপুকুর, কোল-১২৩

বিজ্ঞপ্তি

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা- শহর PMAY-HFA(U) অধীনে নির্মিত গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের (২০১৯-২০২০) অর্থবর্ষের সামাজিক নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের এতদ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই প্রক্রিয়ায় যোগদান করে এই প্রকল্পের সুষ্ঠ রূপায়ণে সহযোগিতা করার জন্য।

ধন্যবাদান্তে/- পৌরপ্রধান
বারাকপুর পৌরসভা

হরাল দাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
পোঃ-হরাল-দাসপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী

স্মারক সংখ্যা-082/HD/2024-25
তাং-01/07/2024

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি করা যাচ্ছে যে হরাল দাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারন সভা তারিখ ইং-২০/০৬/ ২০২৪ ক্রমিক সংখ্যা-১৫ অনুযায়ী কমিশনের ভিত্তিতে ১জন কর আদায়কারীর দ্বায়িত্ব দেওয়া হইবে। উক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।
বিশদ বিবরণের জন্য পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন। স্বা /-
প্রধান
হরাল দাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
শ্রী অর্জুন কুমার সান্থালিয়া, ব্যক্তিগত জামিনদাতা- বেঙ্গল ইন্ডিয়া গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লি. (বিআইজিআইএল)- এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী অর্জুন কুমার সান্থালিয়া (PAN : ALVPS6608N) (DIN : 00601236)
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	ফ্ল্যাট নং ৫এ, রয়্যাল গার্ডেন্স, ১০ সানি পার্ক, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৩.	আবেদন অনুমোদনকারীর নির্দেশের বিস্তারিত	মহামান্য এনসিএলটি-কলকাতা বেঞ্চ শ্রী অর্জুন কুমার সান্থালিয়া, ব্যক্তিগত জামিনদাতা-বেঙ্গল ইন্ডিয়া গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লি. উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২৫ জুন ২০২৪ সিপি(আইবি) নং ১৪৯/কেবি/২০২৩ দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া সম্মতি দিয়েছে
৪.	২০১৬ সালের আইবিসি, অধীনে ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	২৫ জুন ২০২৪
৫.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	শ্রী সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00825/2017-18/11401
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	ভবানী এনক্লেভ, ৩ডি, ৯৯সি গিরিশ ঘোষ রোড লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল : surendraca@gmail.com
৭.	দাবি জমা দেওয়া এবং প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার গেট, গেট নং - ১, ৯ম তল, রুম নং ৮১৬, কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল : pg.arjunsonthalia@gmail.com
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	১৬ জুলাই ২০২৪
৯.	সংশ্লিষ্ট ফর্ম উপলব্ধ :	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, শ্রী অর্জুন কুমার সান্থালিয়া, ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ২৫ জুন ২০২৪ নির্দেশিত।
শ্রী অর্জুন কুমার সান্থালিয়ার-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে ২০১৯ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারেন্টারস টু কর্পোরেট ডেটরস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৭(১) অধীনে প্রস্তাবিত ফর্ম "ফর্ম বি" মোতাবেক প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
শ্রী অর্জুন কুমার সান্থালিয়া প্রস্তাব পেশাদার
তারিখ : ০১.০৭.২০২৪ আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00214/2017-18/10414
স্থান : কলকাতা এএফএ বৈধ ১১.১২.২০২৪ পর্যন্ত

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট IV (পরিশিষ্ট III) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
কাদাই ব্রাঞ্চ
৫, শ্রীরাম শিরোমণি রোড, কাদাই, পো. এবং থানা - বহরমপুর
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীনে]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৯.০৪.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা (১) নজরুল শেখ,** ঠিকানা নাগরাজোল, দক্ষিণপাড়া, পো. নাগরাজোল, থানা - বহরমপুর টাউন রাজধর গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০২ **(২) সাহেনুর বিবি,** স্বামী প্রয়াত সামশের আলি, নাগরাজোল, দক্ষিণপাড়া, পো. নাগরাজোল, থানা - বহরমপুর টাউন রাজধর গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০২ **(৩) তাহিউল শেখ (জামিনদাতা),** পিতা প্রয়াত সামশের আলি ঠিকানা নাগরাজোল, দক্ষিণপাড়া, পো. নাগরাজোল, থানা - বহরমপুর টাউন রাজধর গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০২ **(৪) মিঠু শেখ (জামিনদাতা)** ঠিকানা নাগরাজোল, দক্ষিণপাড়া, পো. নাগরাজোল, থানা - বহরমপুর টাউন রাজধর গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০২, **কাদাই শাখা,** নিকট বকেয়া **১৬,৬৮,৭১৮.০৭ টাকা** (ষোলো লাখ আটষট্টি হাজার সাতশ আঠার টাকা এবং সাত পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৭ জুন ২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **১৬,৬৮,৭১৮.০৭ টাকা** (ষোলো লাখ আটষট্টি হাজার সাতশ আঠার টাকা এবং সাত পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩ (৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ্তএরিয়া ২ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন, সম্পত্তি **সাহেনুর বিবি, নজরুল শেখ, তাহিউল শেখ, মিঠু শেখ** এর নামে উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-২৪৪৩ তারিখ ০৬.০৩.২০০৯, মৌজা : পুটিজোল, থানা : বহরমপুর টাউন, জেএল নং ১০৯, এলআর খতিয়ান নং ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮; আরএস এবং এলআর প্লট নং ৮৩৮ এবং ৮৩৯, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : এজাবুল শেখ এর সম্পত্তি, পূর্বে : সড়ক,পশ্চিমে : এজাহার শেখ এর সম্পত্তি।

তারিখ : ২৭.০৬.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
বাঙ্গুর এভিনিউ শাখা
৮০/২ বাঙ্গুর এভিনিউ, ব্লক - সি ১ম তল
টাউন হলের নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৫৫
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৬.০৩.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শ্রী সঞ্জীব কর্মকার (ঋণগ্রহীতা)** মিমি হাউস, কাঞ্জিলাল পাড়া পূর্ব, রথতলা, রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা ৭০০১৩৫ পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রী কৃষ্ণেন্দু সরকার (জামিনদাতা)** ১৩০, নারায়ণপুর, নেতাজিপল্লী, রবীন্দ্রনগর, রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৩৬ **৩) শ্রীমতি মীতা কর্মকার (জামিনদাতা)** মিমি হাউস, কাঞ্জিলাল পাড়া পূর্ব, রথতলা, রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা ৭০০১৩৫ পশ্চিমবঙ্গ কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **২৬,৫৫,০৯১.৫২ টাকা (ছাব্বিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার একানব্বইট টাকা এবং বাহান্ন পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা আইনি ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৬ জুন ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **২৬,৫৫,০৯১.৫২ টাকা (ছাব্বিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার একানব্বইট টাকা এবং বাহান্ন পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১৫ ছটাক ৩ বর্গফুট তদস্থিত জি-২ তলা ভবন পরিচিত 'মিমি হাউস' নামে অবস্থিত তৌজি নং ২৯৯৮স মৌজা : রেকজুয়ানি, জেএল নং ১৩, আরএস নং ১৯৮, আরএস খতিয়ান নং ১৬২৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৪২৩, আরএস এবং হাল দাগ নং ২০৯, স্কিম প্লট নং ৬, রাজারহাট বিষ্ণুপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্রে, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি শ্রী সঞ্জীব কর্মকার এর নামে এবং সম্পত্তির চৌহদ্দি :
উত্তরে : আরএস দাগ নং ২১০ পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক,
দক্ষিণে : দীপেন্দু দে এর প্লট নং ৫ পশ্চিমে : জমি আরএস দাগ নং ২১০।

স্থান: কলকাতা অনুমোদিত অফিসার
তারিখ : ২৬.০৬.২০২৪ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
গড়িয়া শাখা
১১১বি, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড, ১ম তল
এস.বি. টাওয়ার, গড়িয়া কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪৭
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৯.০২.২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ১) শ্রীমতি সুমন কেডিয়া [illegible] ২) শ্রী রাঘব কেডিয়া [illegible] ৩) শ্রীমতি সুমন কেডিয়া [illegible] ৪) শ্রীমতি রীতা দেবী কেডিয়া [illegible] ৫) শ্রী কৃষ্ণ কুমার কেডিয়া (জামিনদাতা) [illegible] আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ ৪৮,৫১,৪৩২.১৪ টাকা (আটচল্লিশ লাখ একান্ন হাজার চারশ বত্রিশ টাকা এবং চোদ্দ পয়সা) টাকা তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
[illegible]
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
[illegible]

স্থান: কলকাতা অনুমোদিত অফিসার
তারিখ : ২৬.০৬.২০২৪ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৫৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - ডিপি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮
পরিশিষ্ট - IV {রুল ৮(১)} দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
[illegible]

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম	দাবি নোটিশ এবং দখল নোটিশের তারিখ এবং দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

তারিখ : ২৭.০৬.২০২৪, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN : L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস : 'সিমপ্লেক্স হাউজ', ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০১৭
ফোন: ০৩৩ ২৩০১-১৬০০, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২২৮৩-৫৯৬৪
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ●ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com
নোটিশ
দাবি না করা লভ্যাংশ এবং অনুরূপ ইক্যুইটি শেয়ার-এর ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) অথরিটি-তে স্থানান্তরণ

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য দাবি না-করা লভ্যাংশ এবং কোম্পানির প্রতিটি ২ টাকার অনুরূপ সংখ্যক ইক্যুইটি শেয়ার যেগুলি সম্পর্কে ৩১ মার্চ, ২০১৭ সালে সমাপ্ত আর্থিক বছর থেকে টানা সাত বছর লভ্যাংশ পাওয়ার উপযুক্ততা দাবিহীন হয়ে আছে, তা ২৪.১০.২০২৪ তারিখের পরে কেন্দ্রীয় সরকারের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তরণের জন্য নির্দিষ্ট হবে সংশোধিতমতো ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ -এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩-এর কোম্পানি আইনের ১২৪ ধারার বিধানাবলি অনুসারে (দ্য 'আইইপিএফ' রুলস)। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নাম এবং তাদের ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্টদের আইডি নম্বর কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট **www.simplexinfra.com**-তে 'investor' সেকশনে পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কোম্পানির কাছে থাকা তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় পৃথক পৃথক চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

উপরোক্ত সদস্যরা উপরোক্ত সম্পর্কে তাঁদের দাবি **৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখের মধ্যে সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট, সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড, ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭ -তে পাঠাতে পারেন। ওই তারিখের মধ্যে সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট কোনও বৈধ দাবি না পেলে আইনের উপরিবর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে কোম্পানি ওইরূপ লভ্যাংশ ও শেয়ার আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত করবেন।

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে, আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত শেয়ার ওইরূপ শেয়ারে জমে থাকা সুবিধাদি, যদি থাকে, তা তাঁরা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করতে পারবেন আইইপিএফ রুলস নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরেই।

এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা, আবশ্যক হলে, সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পঙ্কজ কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পেতে পারবেন **pankaj.mukhopadhyay@simplexinfra.com, secretarial.legal@simplexinfra.com**-তে ই-মেল পাঠিয়ে বা ০৩৩-২৩০১১২১৬ এই নম্বরে ফোন করে।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা **বি. এল. বাজোরিয়া**
তারিখ : ১ জুলাই ২০২৪ **সিনি. ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কোম্পানি সেক্রেটারি**

GPT
জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (CIN) : L70101WB1989PLC047402
রেজিস্টার্ড অফিস : জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর - ৩, সল্টলেক
কলকাতা - ৭০০১০৬, পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
ফোন : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০, ইমেল : ghl.cosec@gptgroup.co.in
ওয়েবসাইট : www.ilshospitals.com
৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেডের ("কোম্পানি") ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম/মিটিং") **বৃহস্পতিবার, ২৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায় ("ভিসি/ওএভিএম") এর মাধ্যমে, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") দ্বারা জারি করা সর্বশেষ সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩-এর সাথে সম্মতিতে এই বিষয়ে এমসিএ দ্বারা জারি করা অন্যান্য পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলির সাথে (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") এর সর্বশেষ সার্কুলার নম্বরে SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ এই বিষয়ে সেবি দ্বারা জারি করা অন্যান্য পূর্ববর্তী সার্কুলার ("সেবি সার্কুলার") এবং কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে একসাথে পড়ুন, ২০১৩ এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫, এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য। এজিএমের কার্যক্রম কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিচালিত বলে গণ্য হবে যা এজিএমের স্থান হিসেবে গণ্য হবে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করবে, ভিসি সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণের জন্য এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর সুবিধা প্রদান করবে। উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি শুধুমাত্র তার সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৪-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গণ) এর সাথে নিবন্ধিত। এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-এর নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি প্রেরণ ১ জুলাই, ২০২৪ সোমবার সম্পন্ন হয়েছে।
সদস্যরা লক্ষ্য করতে পারেন যে এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ilshospitals.com**-এও পাওয়া যাচ্ছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ("এনএসডিএল") **www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** প্রাপ্ত।
এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর জন্য নির্দেশনা
কোম্পানিটি তার সকল সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং/ ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে এবং সদস্যদের পাঠানো ইমেলে দেওয়া আছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং সোমবার, ২২ জুলাই, ২০২৪ (সকাল ৯টায় আইএসটি) শুরু হবে এবং ২৪ জুলাই, ২০২৪ বুধবার (বিকাল ৫টায় আইএসটি) শেষ হবে। এর পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে।
একজন ব্যক্তি যার নাম রেজিস্টার অফ মেম্বারস বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, ১৮ জুলাই, ২০২৪ তারিখে শুধুমাত্র রেকর্ড (কাট অফ) তারিখ হওয়ায় তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন **https://www.evoting.nsdl.com**-এ ভোট দেওয়া বা এজিএম-এ অংশগ্রহণ ও ভোট দেওয়া।
সকল সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ৩৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সাধারণ এবং বিশেষ বিষয়সমূহ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। সদস্যরা, যারা নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন এবং রেকর্ড (কাট অফ) তারিখ অনুযায়ী শেয়ার ধারণ করেছেন, তারা এজিএমের নোটিশে দেওয়া পদ্ধতিতে বা ইভোটিংয়ে **evoting@nsdl.com** বা **ghl.cosec@gptgroup.co.in** একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য হবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
শ্রী অশোক কুমার দাগা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সার্টিফিকেট অফ প্র্যাকটিস নম্বর ২৯৪৮) একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এজিএম-এ ভোটদানের সমাপ্তির পরপরই, ই-ভোটিং (অর্থাৎ এজিএমের সময় দেওয়া ভোট এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে দেওয়া ভোট) গণনা করবেন এবং মোট প্রদত্ত ভোটের একটি সমন্বিত স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট জমা দেবেন পক্ষে বা বিপক্ষে, যদি কিছু থাকে, চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির কাছে, যিনি পাল্টা স্বাক্ষর করবেন। এজিএম শেষ হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ঘোষিত ফলাফল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের কাছে পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ফলাফলগুলিও এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইটে স্থাপন করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তি সাপেক্ষে, রেজোলিউশনগুলি সভার তারিখে, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ২৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখে পাস হয়েছে বলে গণ্য হবে।
কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) উল্লেখ করতে পারেন এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা কল করতে পারেন ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ বা **evoting@nsdl.com** এর সিনিয়র ম্যানেজার পল্লবী মাত্রের কাছে অনুরোধ পাঠিয়ে জানতে পারেন।
ডিভিডেন্ড প্রদান, রেকর্ড ডেট এবং বুক ক্লোজার
পরিচালনা পর্ষদ ২১ মে, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তার সভায়, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য ১০ টাকার অভিহিত মূল্যের উপর ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ১.৫০ টাকা (১৫ শতাংশ) ইক্যুইটি শেয়ারের উপর চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। লভ্যাংশ তাই বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত, যদি সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘোষণা করেন, তাহলে সেই সদস্যদের (ক) যাদের নাম ১৮ জুলাই, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ব্যবসার সময় শেষে সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে উপস্থিত হবে তাদের বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে অর্থ প্রদান করা হবে ইলেকট্রনিক (ডিম্যাট) আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে এনএসডিএল এবং সিডিএসএল কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় রেকর্ড (কাট অফ) তারিখ এবং (খ) যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে বৃহস্পতিবার, ১৮ জুলাই, ২০২৪ তারিখে নথিভুক্ত থাকবে, ১৮ জুলাই, ২০২৪-এ ব্যবসার সময় বন্ধ হওয়ার পর কোম্পানির কাছে দায়েরকৃত বৈধ ট্রান্সমিশন/ট্রান্সপোজিশন অনুরোধগুলি কার্যকর করার পরে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই শুক্রবার, ১৯ জুলাই, ২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৫ জুলাই, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।
ইলেকট্রনিকভাবে লভ্যাংশ পাওয়ার আবশ্যক নিবন্ধনের পদ্ধতি শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিপোজিটরি (ডিম্যাট ধারকদের জন্য) বা কোম্পানি/আরটিএ (ভৌত ধারকের জন্য) স্বাক্ষরিত অনুরোধের অনুলিপি সহ ফর্ম আইএসআর -১ জমা দিয়ে তাদের ব্যাঙ্কের বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে নাম, ফোলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণ, প্যানের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং বাতিল করা চেকের পাতা উল্লেখ করে।
লভ্যাংশ প্রদান প্রযোজ্য হারে উৎসে কর (টিডিএস) কাটার পর।
সদস্যদের এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত দ্রষ্টব্য এবং বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কুর শর্মা
স্থান: কলকাতা **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**
তারিখ: ১ জুলাই ২০২৪ **এম. নং -এ৩১৮৩৩**

বাগদায় ব্রিজ পরিদর্শনে গিয়ে নিজের অভিমানের কথা জানালেন নারায়ণ গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: উন্নয়ন করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর সমর্থনের বেলায় আপনি মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে নেই এটা তো খারাপ, বাগদায় ব্রিজ পরিদর্শনে গিয়ে বললেন অভিমানী নারায়ণ গোস্বামী। ভোট এলে প্রতিশ্রুতি আসে দাবি স্থানীয়দের। প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস নারায়ণ গোস্বামী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাগদা ব্লকের ১২টি বেহাল সেতু পরিদর্শনে যান উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। ব্রিজ পরিদর্শনে গিয়ে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন তিনি। এদিন বাগদার দেয়ারা বালির মাঠ এলাকায় একটি বাঁশের সেতু পরিদর্শনে গেলে গ্রামের মহিলারা বাঁশের সাঁকোর পারাপারের বিভিন্ন অসুবিধার কথা তুলে ধরেন নারায়ণ গোস্বামীর কাছে। তখন গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে নারায়ণ গোস্বামীকে বলতে শোনা যায় এলাকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার কাছ থেকে আমারও উন্নয়ন আনতে হবে কিন্তু আমার একটা অভিমান আছে। উন্নয়ন করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর সমর্থনের বেলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকবেন না এটা তো খারাপ। একই সঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষকে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি যখন এসেছেন অবশ্যই ব্রিজ হবে। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন জেলা পরিষদে ব্রিজের জন্য বহুবার গিয়ে প্রতিশ্রুতি ছাড়া ব্রিজ পাওয়া যায়নি। ভোট আসলেই জেলা পরিষদ থেকে লিখে দেওয়া হয় ব্রিজের কাজ চলছে কিন্তু ভোটের পরে ব্রিজ হয় না। একই সঙ্গে নারায়ণ গোস্বামীকে তারা প্রতিশ্রুতি দেন তাদের ওই ওয়ার্ডে ৯৭ ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের হার রয়েছে, ব্রিজটি করে দেবেন কথা দিলে তারা তৃণমূলকে জিতিয়ে দেবেন। নারায়ণ গোস্বামীর ব্রিজ পরিদর্শন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। তিনি বলেন নির্বাচন আচরণ বিধির মধ্যে উনি কি করে ব্রিজ পরিদর্শন করেন। সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এমন কাজ করছেন। সাধারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নেই।

নেশার টাকা দিতে অস্বীকার করায় বাড়ির সদস্যদের কোপাল যুবক

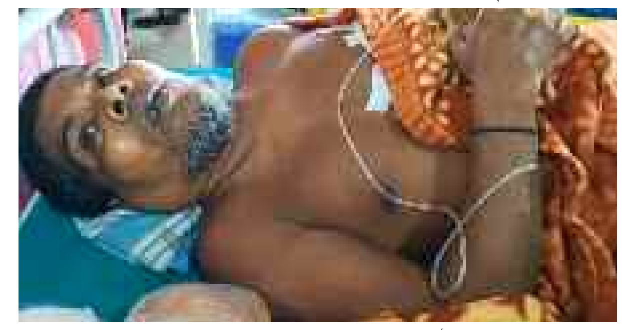

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় এক যুবক তার পরিবারের সদস্যদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে অমানবিক আক্রমণের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো। বাড়ির তিন সদস্যকে চাকু দিয়ে কুপিয়ে সকলের সামনে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা চালাল এক যুবক। আর এই ঘটনায় ছুরিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই পরিবারের এক গৃহবধূর। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে, ইংরেজবাজার থানার মহদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লিচুপাড়া এলাকায়। জখম তিনজন সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন মালদা মেডিক্যাল কলেজে। পুরো বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন হামলাকারী যুবকের এক দাদা ইসমাইল শেখ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম নাজিমা খাতুন (২৭)। হামলাকারী যখন যুবকের নাম ইসরাইল শেখ (২৫)। আহত হয়েছেন তার বাবা সিলু শেখ (৬৫), মা মুজলেফা বিবি (৫৮)। মৃত গৃহবধূ হামলাকারী যুবকের সম্পর্কে বউদি।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে মাদকের নেশায় আসক্ত ছিল ওই যুবক। বিভিন্ন ধরনের মাদকের নেশায় করার পর বাড়িতে এসেই অত্যাচার চালাত ইসরাইল শেখ। রবিবার রাতে মাদক সেবন করার জন্য বাড়ির লোকেদের কাছে মোটা টাকার দাবি করে ইসরাইল। সেই টাকা দিতে অস্বীকার করলেই ধারালো চাকু নিয়ে বাবা-মা এবং বউদিকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আশেপাশের লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে হইচই শুরু করলেই তখন নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায় হামলাকারী যুবক। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

হামলাকারী ইসরাইলের দাদা ইসমাইল শেখ বলেন, ঘটনার সময় আমি বাড়িতে ছিলাম না। পাড়া-প্রতিবেশীদের মুখ থেকে বিষয়টি জানতে পারি। বাড়িতে এসে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় চারজন পড়ে রয়েছে। নেশা করার টাকার জন্য মাঝেমধ্যেই অত্যাচার চালাত ভাই ইসরাইল। এদিন টাকা না পেয়ে এই হামলার ঘটনাটি ঘটিয়েছে। পুলিশি নজরদারিতে ওই যুবকের চিকিৎসা চলছে। পাশাপাশি পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

দুর্ঘটনা এড়াতে বিদ্যুতের তাড় ফাইবার দিয়ে মুড়বে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তার বিদ্যুতের তাড়গুলি ফাইবার কভার মোড়ানোর (এরিয়াল ব্রাঞ্চ কেবল) একটি নতুন পদ্ধতি চালু করল রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। এর ফলে ঝড় বৃষ্টিতে কোথাও কোনোরকম যদি বিদ্যুতের তাড়ে গাছের ডাল পালা ভেঙে পড়ে তাহলে সহজেই রাস্তায় ছিড়ে পড়বে না। এমনকী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট থেকে প্রাণহানির মতো ঘটনাও এড়ানো যাবে। পাশাপাশি প্রবল ঝড়ের মধ্যে গাছের ডালপালা ফাইবারের কভারের ওপর পড়লেও সহজেই সেই বিদ্যুতের তাড় রাস্তায় ছিঁড়ে পড়বে না। সোমবার দুপুরে মালদা প্রেস কর্নারে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির মালদার রিজিওনাল ম্যানেজার সৌমেন দাস। ইতিমধ্যে মালদা জেলায় তিন হাজার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তাড়ের ফাইবারের কভার বসানোর কাজ সম্পন্ন করেছে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। এখনো প্রায় সাত হাজার কিলোমিটার বিদ্যুতের তাড়ের এই কাজ বাকি রয়েছে। যা আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে বলেও এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের মালদার ম্যানেজার সৌমেন দাস। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকে রিজিওনাল ম্যানেজারের পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির দক্ষিণ মালদা ডিভিশনের আধিকারিক শঙ্খদীপ ভট্টাচার্য এবং নর্থ মালদা ডিভিশনের আধিকারিক অভিষেক দে। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মালদা জেলা জুড়ে এরিয়াল ব্রাঞ্চ কেবল সিস্টেম চালু হয়েছে। ফাইবারের কভার জড়ানোর পদ্ধতিতে সামান্য ঝড়-বৃষ্টিতে গাছপালার ডাল ভেঙে পড়লেও তাড় ছিঁড়বে না। এমনকী গ্রামীণ এলাকাতেও বড় ধরনের গাছ উপড়ে তাড়ের ওপর পড়লে, ফাইবার কভার জড়ানো থাকার কারণে কোনওরকম দুর্ঘটনাও ঘটারও সম্ভাবনা থাকবে না। বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় রাস্তায় থাকা এক একটি বিদ্যুতের খুঁটির ওপর দিয়ে বৈদ্যুতিক তাড়ের ঘিঞ্জি অবস্থা তৈরি হয়ে রয়েছে। সেগুলিও কাটছাঁট করে ফাইবার কভার পদ্ধতিতে মুড়িয়ে ফেলা হবে।

বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় বিদ্যুতের প্রায় ১০ লক্ষ উপভোক্তা রয়েছে। এই জেলায় ২৮টি সাব স্টেশন রয়েছে। পাশাপাশি আরো নতুন ১০টি সাবস্টেশন চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পুজোর মরশুমে বিদ্যুতের সমস্যা মেটাতে মানিকচক এবং হবিবপুর ব্লকে ১৩২ কেবির দুটি সাবস্টেশন তৈরি করা হবে।

সৌমেন দাস বলেন, এরিয়াল ব্রাঞ্চ কেবল সিস্টেম চালু হয়ে গিয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ জনিত দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকবে না। যদিও এক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ জানাননি সৌমেনবাবু। তিনি বলেন, গরমের মরশুমে বিভিন্ন অফিস থেকে শুরু করে ঘরে ঘরে এসি মেশিনের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ফলে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। রাজ্য সরকার শহর থেকে গ্রামীণ এলাকায় সব সময়ের জন্য স্বাভাবিক বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সব রকম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে।

বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আরোগ্য কামনায় মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: তৃণমূল জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সুস্থতা কামনায় সোমবার পাণ্ডবেশ্বরের অজয় নদ সংলগ্ন পঞ্চপাণ্ডব মন্দিরে আয়োজন করা হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাযজ্ঞ। সোমবার বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নরেন্দ্রনাথ বাবুর হৃদ যন্ত্রের অস্ত্রোপচার হবে। অস্ত্রোপচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত যজ্ঞ চলবে বলে জানান তৃণমূলের অঞ্চল (কেন্দ্রা) সভাপতি যমুনা ধীবর। দলের ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখোপাধ্যায় সহ অগণিত তৃণমূল কর্মী সমর্থক এদিন মহাযজ্ঞে সামিল হন। যজ্ঞের আগে পঞ্চপাণ্ডব মন্দিরে শিবপুজো করা হয়। বেলা ১০টায় শুরু হয় ১০০৮টি বেলপাতা দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ। শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে উড়ান পথে নরেন্দ্রনাথ বাবু অস্ত্রোপচারের জন্য বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। মন্দিরের পাশাপাশি বিভিন্ন মসজিদেও চাদর চড়ানো ও বিশেষ প্রার্থনা সভা করা হয়েছে।

কৃষ্ণনগরে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে পথে নামল বিজেপি এবং হকার উচ্ছেদ মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বেআইনিভাবে হকার উচ্ছেদের অভিযোগ তুলে জেলা হকার রক্ষা মঞ্চ এবং বিজেপির পক্ষ থেকে যৌথভাবে প্রতিবাদ মিছিল করা হল নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। এদিন কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড় থেকে জেলাশাসকের দপ্তর পর্যন্ত মিছিল করা হয়। পরে মহকুমার শাসকের কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে রাজ্য সরকারের নির্দেশে কোতোয়ালি থানার পুলিশের তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণনগরের বেশ কয়েকটি জেলা প্রশাসনের দপ্তরের সামনে রাস্তার পাশে যে সমস্ত হকাররা দোকান করেছিলেন সেই দোকান বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। এরপরেই বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে হকারদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। এদিন হকার রক্ষা মঞ্চ এবং বিজেপি যৌথভাবে একটি প্রতিবাদ মিছিল করে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দাবি নিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেয় তারা। তাদের দাবি, যে সমস্ত হকারদের বেআইনিভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের অবিলম্বে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। কিভাবে নোটিস না দিয়ে দোকান ভেঙে ফেলা হল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তারা। এ বিষয়ে বিজেপির নদিয়া উত্তর জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস বলেন, যেহেতু কৃষ্ণনগর শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল পরাজয় ঘটেছে সেই কারণে তার কোপ পড়েছে সাধারণ ব্যবসায়ীদের ওপর। আমরা চাই অবিলম্বে হকার উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে এছাড়া যাদের দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে।

নদী থেকে তৃণমূল কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী খুনের অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। নিখোঁজ তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার হল নদী থেকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত বিজেপি নেতা পিন্টু মণ্ডল ঘটনার পর থেকে পলাতক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমা সন্দেশখালি থানা এলাকায়। সন্দেশখালির ছোট কলাগাছি নদী থেকে তৃণমূল কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার বছর ৩২ এর হাফিজুল মোল্লার। রবিবার সন্ধের পর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় সে। এলাকার এক বিজেপি নেতা পিন্টু মণ্ডলের সঙ্গে তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে এলাকার বাসিন্দারা। তারপর থেকেই তারা আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। সোমবার সকালবেলা সন্দেশখালি থানার পুলিশ ছোট কলাগাছি নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাফিজুল মোল্লার। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত হাফিজুল বাড়ি বেলমজুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর বাগদী পাড়ার কাছে। পরিবারের অভিযোগ তাকে পরিকল্পনা করে খুন করে নদীতে ফেলে দিয়েছে বিজেপি নেতা পিন্টু। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যে পিন্টু মণ্ডলের বিরুদ্ধে সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার। ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি পলাতক পিন্টুর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

কংগ্রেসের কাঁকসা অঞ্চলের সভানেত্রীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কংগ্রেসের কাঁকসা অঞ্চলের সভানেত্রীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। রবিবার কাঁকসায় এক কিশোরীকে মারধরের ঘটনার

অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মীদের ওপর। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পর কাঁকসায় ফের বিজেপির বিরুদ্ধে এক মহিলাকে বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। রীনা শর্মা নামের ওই মহিলা সোমবার কাঁকসা থানায় গিয়ে দীপক পাসওয়ান নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার অভিযোগ, বর্তমানে তিনি কাঁকসা অঞ্চলের জাতীয় কংগ্রেসের অঞ্চলের সভানেত্রী। গত লোকসভা নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস জোটের প্রার্থীর হয়ে বুথ এজেন্ট ছিলেন। সক্রিয় রাজনীতি করার জন্যই দীপক পাসওয়ান নামের ওই ব্যক্তি নিজেকে বিজেপি নেতা দাবি করে তাকে বেশ কিছুদিন ধরে নানান রকম হুমকি দিতে থাকে। রবিবার রাতে তার বাড়ি গিয়ে তাকে এলাকা ছাড়া করে দেওয়ার হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ। এর পরেই বিষয়টি তিনি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়ে সোমবার দুপুরে কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পূরব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, খবর পাওয়া মাত্রই তারা প্রশাসনকে জানিয়েছেন। রীনা শর্মা দলেরই কর্মী। তাকে নানাভাবে কটুক্তি করার সঙ্গে বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছে এক ব্যক্তি। প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামী দিনে তারা এই বিষয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে বিজেপি নেতৃত্ব কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। ঘটনার পরই এলাকা ছেড়ে ওই ব্যক্তি পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে।

বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিতে উন্নয়নে বাধা, ডেপুটেশন খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: একগুচ্ছ দাবি তুলে বিজেপির ডেপুটেশন আরামবাগ মহকুমার খানাকুল দুই নম্বর বিডিও অফিসে। উন্নয়নের কাজে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল, বিজেপি পরিচালিত খানাকুল ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলিতে গালিগালাজ করে অশান্তি করছে শাসকদলের নেতারা আর খানাকুল ২ নং বিডিও এই অবস্থায় তৃণমূলের দলদাস হিসাবে কাজ করছেন। এমনই অভিযোগ তুলে এবার খানাকুল ২ নং বিডিও অফিসের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির কর্মী ও নেতারা। খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন খানাকুল ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা মাইতি সহ পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি কর্মাধ্যক্ষ ও সদস্যরাও। তারা হাতে পোস্টার, ব্যানার নিয়ে স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখান। উল্লেখ্য, যে বিজেপি বিধায়ক ছাড়াও খোদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিজেও এই বিক্ষোভে সামিল হন। বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের দাবি, এলাকায় তৃণমূল অশান্তি করে উন্নয়নের কাজে বাধা দিচ্ছে। আর খানাকুল ২ বিডিও তাতে মদত দিচ্ছেন। বিডিও তৃণমূল নেতাদের কথায় বিজেপির জন প্রতিনিধিদের অন্ধকারে রেখে ব্লক প্রশাসন চালাচ্ছেন। খানাকুলের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিতে গিয়ে শাসকদলের নেতারা অশান্তি করলেও খানাকুল ২ বিডিও নীরব। তারা বিষয়টি নিয়ে একটি ডেপুটেশন দেন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে খানাকুল ২ বিডিও মধুমিতা ঘোষের দাবি, প্রশাসনিক নিয়ম মতোই কাজ চলছে। সব অভিযোগ মিথ্যা।

মেদিনীপুরে চিকিৎসকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সোমবার পশ্চিমবঙ্গের রূপকার তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে বিধাননগর মাঠে একটি রক্তদান শিবির ও শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৌম্যশঙ্কর সারেঙ্গী, পুরপ্রধান সৌমেন খান সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও কাউন্সিলররা। ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌ রায় জানান, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনটি চিকিৎস দিবস হিসাবে আমরা পালন করে থাকি। সেই জন্য মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন। শিবিরে ১০০জন রক্তদান করেন। এদিন পুরসভার ২১ নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর মহঃ সাইফুলের উদ্যোগেও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যু দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির এবং চিকিৎসকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শিবিরে পুরপ্রধান সৌমেন খান, সমাজসেবী অনিল শিকারিয়া, পার্থ ভট্টাচার্য, আব্দুল ওয়াজেদ, কাউন্সিলর অর্পিতা নায়েকরা উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে ২০০ জন রক্তদান করেন।

৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকেও দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। ওয়ার্ডের ১৫ জন চিকিৎসকের বাড়িতে গিয়ে উত্তরীয়- পুষ্পস্তবক এবং উপহার দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। ছিলেন কাউন্সিলর

হকার উচ্ছেদ বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: জেসিবি দিয়ে হকার উচ্ছেদ বর্ধমানে শহর বর্ধমানের জেলখানা মোড় এলাকায় ফুটপাতে দিনের বেলায় বসা হকারদের উচ্ছেদ করছে বর্ধমান পুরসভা। রাজ্য সরকারের নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় হকার

বসতে নিষেধ করা হলেও তা না মানায় সোমবার ফের অভিযান চালানো হয়। হকার উচ্ছেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকবে বর্ধমান প্রশাসন বলে জানা গিয়েছে।

শহর বর্ধমানের জেল খানা মোড় এলাকায় প্রায় চারশোর চেয়ে বেশি হকাররা রাস্তা দখল করে দেদার ব্যবসা চালাছিল, কিন্তু সোমবার যখন জেসিবি নিয়ে জেলা প্রশাসন ও পুরসভা এলাকায় পৌঁছয় তখন হকাররা হতবাক হয়ে পড়েন।

সার্বিকভাবে হকারদের যেভাবে পেটে লাথি পড়েছে তা নিয়ে সংশয়ে হকারদের পরিবার এমনটাই জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন হকারা।

এদিনের হকার উচ্ছেদ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, এসডিও তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, বর্ধমান পুরসভার পুরপিতা পরেশ সরকার, বর্ধমান থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি দিব্যেন্দু দাস সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

বাগদার গাঙ্গুলিয়া থেকে বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদার গাঙ্গুলিয়া থেকে বিক্রম রায় নামে বিজেপির যুব নেতাকে গ্রেপ্তার করল উত্তরপ্রদেশের লখনউ অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের আসারু গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গাঙ্গুলিয়াতে পৌঁছয় লখনউ অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড ও বাগদা থানার পুলিশ। পরবর্তীতে তাকে গ্রেপ্তার করে। বিক্রম রায় যুব মোর্চার নেতা। এই বিষয়ে উত্তর প্রদেশের লখনউ অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড জানিয়েছে, আমরা এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছি। এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, আমাদের এই কার্যকর্তা টোটো চালায়। এই টোটোতে করে কোনও যাত্রী যাতায়াত করেছিল। টোটোতে যে যাত্রী এসেছিল সেই যাত্রীর সঙ্গে মোবাইলে কয়েকবার কথা হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই গ্রেপ্তারি। এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, বিজেপির যুব মোর্চা সাধারণ সম্পাদক বর্ডার এলাকা দিয়ে রোহিঙ্গাদের প্রবেশ করিয়ে আই কার্ড, আধার কার্ড করে দিচ্ছে। এইভাবে কত জঙ্গি ভারতবর্ষে ঢুকিয়েছে এরা। এই দেশদ্রোহী কাজের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার কাঁকসার গোপালপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি জয়জিত মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাকে শ্রদ্ধা জানান পঞ্চায়েত মন্ত্রী। পাশাপাশি এদিন মঞ্চে বক্তব্যের মাধ্যমে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরেন সকলের সামনে। জানা গিয়েছে এদিন রক্তদান শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলে ৭০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হাতে চকলেট তুলে দেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী।

আউশগ্রামের আলিগ্রামে ধর্মরাজ পুজো ঘিরে উন্মাদনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের আলিগ্রামে ধর্মরাজ পুজো ঘিরে মেতে উঠেছেন এলাকার মানুষ। চারদিন ধরেই এই পুজো হয়। রবিবার থেকে শুরু হয়েছে উৎসব। পুজো ঘিরে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে পুজো মণ্ডপে। জানা গিয়েছে, বর্ধমানের রাজপরিবারের উদ্যোগে আলিগ্রামে ধর্মরাজের পুজো শুরু হয়েছিল। প্রায় তিনশো বছরের পুরনো এই পুজো। প্রাচীন রীতি মেনেই পুজো হয়ে আসছে আজও। আলিগ্রামের ধর্মরাজ পুজো দেখতে দূরদূরান্ত থেকে ভক্ত ও পুণ্যার্থীরা ভিড় জমান প্রতি বছর। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুর্গাপুজোকেও ছাপিয়ে যায় ধর্মরাজের পুজো।

পুরোহিত সুব্রত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'বর্ধমানের রাজপরিবারের উদ্যোগে এই পুজো শুরু হয়েছিল। পুজো চালানোর জন্য বর্ধমানের রাজা তখন বেশ কিছু জমিদান করেছিলেন। মণ্ডল পরিবার পুজোর সেবাইত। এছাড়া পুজো পরিচালনার জন্য একটি কমিটি রয়েছে।' শুরুর দিন বাজনা সহকারে মন্দির থেকে মূর্তি বের করে শোভাযাত্রা হয়। গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘোরানো হয়। প্রতিটি পরিবার থেকে তখন পুজো দেওয়া হয়। ধর্মরাজের পাশেই রয়েছে বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ। নিয়ম রয়েছে, বাণেশ্বর পুজো প্রথম হয়। তারপর ধর্মরাজের পুজো শুরু হয়।

ঐতিহ্যের লাহিড়ি খাল আজ বিপন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: হাওড়ার শ্যামপুর একসময় ছিল জমজমাট বস্ত্র বয়ন শিল্পের পীঠস্থান। শ্যামপুরের রূপকার বলে অভিহিত প্রয়াত শিল্পপতি মুরারী মান্না প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী কাপড়ের মিলকে ঘিরে কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান ছিল। অনন্তপুরের রূপনারায়ণের বুক চিড়ে খাড়ুবেড়িয়ার মরশালের ঢেঁকিপাড়ায় দামোদরের বুকে নৌকোয় করে পৌঁছে যেত জিনিসপত্র। সেখান থেকে ভাগীরথীর বুকে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত কলকাতা সহ সর্বত্র। কিন্তু কালের গর্ভে এবং জবর দখল কারীদের দাপটে ঐতিহ্যের আট কিলোমিটার দীর্ঘ সেই খাল- যা কিনা লাহিড়ি খাল নামে পরিচিত আজ ইতিহাসের পাতায় চলে যেতে বসেছে। শ্যামপুর জুড়ে খাল দখলের প্রতিযোগিতায় লাহিড়ি খাল বিপন্ন। ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল বরাবর দুপাশে দখলদারি জেরে রুদ্ধ জলস্রোত। ফলে চাষাবাদ বন্ধ খাড়ুবেড়িয়া ও ডিহি মণ্ডল ঘাট দুই পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ মানুষের। যদিও ২০০৫ সালে জেসিপি দিয়ে এই খাল কাটানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু এরপর কেটে গিয়েছে কুড়িটি বছর। আর কুড়ি বছরে একটু একটু করে দখল হয়ে গিয়েছে রূপনারায়ণ ও দামোদরের সংযোগকারী এই লাহিড়ি খাল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবরদখল হটানোর যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশের ফলে আশায় বুক বাঁধছে এই খালের ওপর নির্ভরশীল থাকা কয়েক হাজার মানুষ। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে শ্যামপুর জুড়ে।

মহিলা খুনে গ্রেপ্তার ২ প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে মহিলাকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার মহিলার দুই প্রেমিক।পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত ত্রিকোণ সম্পর্কের জেরেই খুন হতে হয় মহিলাকে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান পুলিশের। ধৃত দু'জনকে সোমবার আদালতে পেশ করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি এক নম্বর ব্লকের সুলতানপুর এলাকায় গত শনিবার রাতে প্রতিমা চক্রবর্তী নামের এক মহিলার গলাকাটা রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সেই খুনের ঘটনায় মহিলার পরিবারের লোকজন মেমারি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে রবিবার রাত্রে মেমারি থানার পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত দুই ব্যক্তি জামালপুরের কেরিলি এলাকার বাসিন্দা, শেখ ইব্রাহিম ওরফে খোকন এবং মেমারির আলিপুর এলাকার এক বাসিন্দা তপন দাস। সোমবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

রাহুলের মাইক্রোফোন বন্ধ বিতর্কে জবাব দিলেন ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: অতীতে আদালতের সাজা ঘোষণার পরেই তড়িঘড়ি রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ বাতিল করেছিলেন। এবার নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস কাণ্ড নিয়ে বলতে গেলে কংগ্রেস নেতার মাইক বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ। দুই ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। বিরোধীদের লাগাতার চাপের মুখে এবার মুখ খুললেন তিনি।

সোমবার সংসদের অধিবেশনে মাইক বন্ধের অভিযোগ নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেন ওম বিড়লা। এদিন তিনি বলেন, সংসদের দুই কক্ষেই মাইক্রোফোন অফ করার ক্ষমতা নেই স্পিকারের হাতে। তাঁর কথায়, ‘চেয়ার শুধুমাত্র নির্দেশ দিতে পারে। যে সদস্যের নাম ডাকা হয় তিনি সংসদে কথা বলতে পারেন। চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুযায়ী মাইক নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু চেয়ারে বসে থাকা ব্যক্তির কাছে মাইক্রোফোনের জন্য রিমোট কন্ট্রোল বা সুইচ নেই।’

ওম বিড়লা আরও বলেন, সংসদে সদস্যদের প্রতিনিধি রয়েছেন চেয়ারপার্সন পদে। স্পিকারের অবর্তমানে যিনি সংসদ কক্ষের দায়িত্ব নেন। অতএব, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ধোপে টেকে না। স্পিকার আরও বলেন, এটা চেয়ারের মর্যাদার প্রশ্ন। মাইক্রোফোন বন্ধ করার জন্য আমার কাছে কোনো বোতাম নেই। আগেও অনুরূপ সেট আপ ছিল। মাইক্রোফোন আটকানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। যদিও সোমবার ফের তাঁর ভাষণের সময় মাইক বন্ধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন রাহুল গান্ধি।

‘...দরকারে পা-ও ছোঁব’

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সোমবার কয়েক মিনিটের কথোপকথন হল লোকসভার স্পিকার এবং বিরোধী দলনেতার মধ্যে। স্পিকার ওম বিড়লার কাছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি জানতে চাইলেন, তিনি মোদির সামনে মাথা নোয়ান কেন? স্পিকার সেই প্রশ্নে একটুও অপ্রতিভ না হয়ে সবিস্তার জানালেন তাঁর আচরণের কারণ। একই সঙ্গে বললেন, দরকারে পা ছুঁতেও আপত্তি নেই তাঁর!

সোমবার সাংসদে বক্তৃতা করেন বিরোধী দলনেতা রাহুল। সেই বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নানা ‘কটাক্ষবাণে’ বিদ্ধ করেন তিনি। কংগ্রেসের সাংসদ বলেন, ‘আমি দেখেছি, মোদিজি সামনে এলে আপনি মাথা নত করেন। কেন করেন বলুন তো?’

লোকসভা স্পিকার নির্বাচনের দিনই রাহুল এবং মোদি বিড়লাকে অভিনন্দন জানিয়ে হাত মেলান। সেই ঘটনাই স্পিকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্নটি করেন রাহুল। সঙ্গে সঙ্গেই ‘ইন্ডিয়া’র সাংসদেরা হইহই করে সমর্থন করেন। পাল্টা আপত্তি তোলেন এনডিএর সাংসদেরা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও বলেন, রাহুলের প্রশ্নটি আদতে ‘লোকসভার সভাপতিকে দোষারোপের চেষ্টা’। যদিও স্পিকার রাহুলের প্রশ্নের জবাব দেন। রাহুলকে স্পিকার বলেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সভার নেতা। আমার সংস্কৃতি এবং নীতি আমাকে শিখিয়েছে, যাঁরা বয়সে বড় তাঁদের সামনে মাথা ঝোঁকাতে হয় এবং যাঁরা আমার সমবয়সি তাঁদের সমকক্ষ হিসাবে দেখতে হয়।’ একটু থেমে এর পরে স্পিকার বলেন, ‘আমার শিক্ষা এবং নীতি এ-ও বলে যে, বড়দের সামনে শুধু মাথাই নোয়াব না, প্রয়োজন পড়লে নিচু হয়ে তাঁদের পা-ও ছোঁব।’

মধ্যপ্রদেশে বাড়ি থেকে উদ্ধার পরিবারের পাঁচ জনের দেহ

ভোপাল, ১ জুলাই: দিল্লির বুরারি কাণ্ডের ছায়া এবার মধ্যপ্রদেশে। বাড়ির ভিতর থেকে একই পরিবারের ৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। এই ঘটনা আত্মহত্যা নাকি খুন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ।

সোমবার সকালে মর্মান্তিক এই ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে মধ্যপ্রদেশের আলিরাজপুর জেলার গুনেরি পঞ্চায়েতের রাউদি গ্রামে। পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে ভয়াবহ এই ঘটনা ঘটেছে। সোমবার সকালে বাড়ির প্রধান রাকেশের এক কাকার নজরে আসে বিষয়টি। তিনিই প্রথম পুলিশে খবর দেন। মৃতরা হলেন, রাকেশ ও ললিতা। এরা দুজন স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের ৩ সন্তান, মেয়ে লদী, ছেলে প্রকাশ এবং অক্ষয়। ঘরের ভেতর ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় ৪ জনের দেহ। বিছানায় শায়িত ছিল এক শিশুর দেহ। যদিও এই ঘটনাকে আত্মহত্যা মানতে মৃতের আত্মীয়রা। তাদের খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে এই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলেই অনুমান করছেন তারা। এক্ষেত্রে পরিবারের কোনও সদস্য বাকিদের খুন করে নিজে আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারেন। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতের আত্মীয়দের বয়ান সংগ্রহ করছে পুলিশ। এদিকে গ্রামবাসীদের দাবি, ওই পরিবারের আত্মহত্যার কোনও কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বাড়ির প্রধান রাকেশ কিংবা তাঁর পরিবারের অন্য কেউ কোনও সমস্যার কথা তাঁদের কখনও জানাননি। তেমন কোনও সমস্যা থাকলে গ্রামের কেউ না কেউ বিষয়টি ঠিক জানতে পারত। এমনকি, ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোটও পাওয়া যায়নি।

ম্যাজিক ফিগার না পাওয়ায় ফের ৫ জুলাই নির্বাচন ইরানে

তেহরান, ১ জুলাই: গত মে মাসে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। তাঁর মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছিল এবার ইসলামিক দেশটির প্রেসিডেন্টের আসনে কে বসবেন? আর মসনদে বসার দৌড়ে এই মুহূর্তে জোর টক্কর চলছে সংস্কারপন্থী নেতা মাসুদ পেজেস্কিয়ান ও চরমপন্থী নেতা সাইদ জালিলির মধ্যে। ইরানের এই নির্বাচনের দিকে নজর রয়েছে ভারতেরও।

গত ২৮ জুন, শুক্রবার, প্রেসিডেন্ট পদের জন্য একদফা ভোটপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ইরানে। কিন্তু তার ফলাফল দাঁড়ায় ত্রিশঙ্কু। ইরানের নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী জয়লাভ করার জন্য প্রার্থীকে ৫০ শতাংশ ভোট পেতে হবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের কারও ঝুলিতেই সেই সংখ্যক ভোট পড়েনি। এদিন প্রথম দফার নির্বাচন শেষে দেখা যায় পেজেস্কিয়ান ৪২. ৫ শতাংশ ও জালিলি ৩৮. ৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তৃতীয় হয়ে প্রেসিডেন্ট পদের দৌড় থকে ছিটকে যান ইরানি পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফ। অর্থাৎ ৫০ শতাংশের ম্যাজিক ফিগার ছুঁতে পারেননি কেউই। ফলে আগামী ৫ জুলাই ফের একদফা নির্বাচন হবে ইসলামিক দেশটিতে। ৫০ শতাংশের ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়ে কে ইরানের প্রেসিডেন্ট হবেন সেদিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের।

বলে রাখা ভালো, ২০২১ সালে বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্টের আসনে বসেন ইব্রাহিম রাইসি। ভোটযুদ্ধে তাঁর সামনে টিকতে পারেননি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহানি। সেই বছরই ইরানের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন মহম্মদ মুখবার। তিনি খামেনেইর খুব কাছের লোক বলেই পরিচিত। রাইসির সঙ্গেও মুখবারের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। রাইসির মৃত্যুর পর পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে উঠে এসেছিল মুখবারের নামই। কিন্তু এই নির্বাচনে প্রেসিডেন্টের দৌড়ে তিনি নেই। প্রসঙ্গত, নরমপন্থী হিসাবেই ইরানে পরিচিত পেজেস্কিয়ান। অন্যদিকে, জালিলি দক্ষিণপন্থী মনোভাব পোষণের জন্যই পরিচিত ইরানিদের মধ্যে। এদিকে, ইরানের এই নির্বাচনে কড়া নজর রয়েছে ভারতের। কারণ কূটনৈতিক মহলের ধারণা, চরমপন্থী নেতা সাইদ জালিলি যদি প্রেসিডেন্ট হন তাহলে তিনি ভারতের কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলতে পারেন। পাশাপাশি ভারতে সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলতে পারেন তিনি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে নয়াদিল্লি ও তেহরানের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, বদল আসতে পারে তাতেও।

৫ মাসের জেল মেধা পাটেকরের

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: একটি মানহানির মামলায় সমাজকর্মী মেধা পাটকরকে পাঁচ মাসের জন্য কারাবাসের সাজা শোনাল দিল্লির একটি আদালত। মেধার বিরুদ্ধে মানহানির মামলাটি করেছিলেন দিল্লির বর্তমান লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয়কুমার সাক্সেনা। সোমবার দিল্লির মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাঘব শর্মা জানান, মেধার বয়স এবং স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে তাঁকে এক বা দু'বছরের জেলের মতো কোনও কঠোর সাজা পালনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে না। তবে মেধার মিথ্যা দাবির জন্য সাক্সেনার সামাজিক সম্মানহানি হয়েছে বলে জানিয়েছে আদালত। এই কারণে মেধাকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার মেধার বিরুদ্ধে দেওয়া নির্দেশে আদালত বলেছে, ‘এটা স্পষ্ট যে সম্মানহানির উদ্দেশ্য নিয়েই প্রেস বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়েছিল।’ তবে এখনই হয়তো জেলে যেতে হবে না মেধাকে। কারণ সোমবার বিচারক জানিয়েছেন, আগামী এক মাস পর্যন্ত এই শাস্তি স্থগিত রাখা যেতে পারে। আদালতের নির্দেশ শুনে মেধা বলেন, ‘সত্য কখনও হারতে পারে না। আমরা কখনও কারও সম্মানহানি করার চেষ্টা করিনি। আমরা কেবল আমাদের কাজটুকুই করেছি। আমরা আদালতের নির্দেশের বিরোধিতা করব।’ অনেকেই মনে করছেন, এর পর উচ্চ আদালতে যেতে পারেন মেধা।

মানহানি মামলায় সাকেতের ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং তাঁর স্ত্রী তথা প্রাক্তন কূটনীতিক লদী পুরীর বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলের ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করল দিল্লি হাইকোর্ট।

২০২১ সালে লদীর দায়ের করা মানহানি মামলায় সোমবার এই রায় দিয়েছে বিচারপতি অনুপ জয়রাম ব্রহ্মাণীর বেঞ্চ। সেই সঙ্গে লদীর কাছে সাকেতকে ক্ষমাপ্রার্থনা করে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ব্রহ্মাণী। তিনি বলেন, ‘অন্তত ছ'মাস সাকেতের ওই পোস্ট এক্স হ্যান্ডলে থাকতে হবে।’

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের জুন মাসে ধারাবাহিক টুইট বার্তায় গোখলে পুরী দম্পতির সুইৎজারল্যান্ডে কেনা একটি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি প্রাক্তন কূটনীতিক লদী এবং তার স্বামী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপের সম্পদের বিষয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্ত চেয়ে এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকেও টুইটগুলিতে ট্যাগ করেছিলেন। পরে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে টুইটগুলি মুছে দেন সাকেত। কিন্তু তাতে মানহানি মামলা থেকে রেহাই পাননি তিনি।

শপথ নিতে চেয়ে আবেদন রশিদের

অনুমতি দিল এনআইএ

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: সন্ত্রাসবাদে অর্থ সাহায্যের অভিযোগে জেলবন্দি শেখ আবদুল রশিদকে লোকসভায় শপথ নেওয়ার অনুমতি দিল এনআইএ। শপথগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি রশিদকে অন্তর্বর্তী জামিন দিতেও রাজি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। উল্লেখ্য, ২০১৯ সাল থেকে জেলবন্দি রয়েছেন কাশ্মীরের এই নেতা। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাকে হারিয়ে সাংসদ হয়েছেন রশিদ।

লোকসভার অধিবেশন শুরুর পরে সব সাংসদই শপথ নিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু রশিদ এবং পঞ্জাবে খাদুর সাহিবের সাংসদ অমৃতপাল সিং জেলে বন্দি থাকায় এখনও শপথ পাঠ করেননি। উল্লেখ্য, শপথ নেওয়ার অনুমতি চেয়ে দুই সাংসদই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। পাতিয়ালা হাউস কোর্টে আবেদন করেছিলেন বারামুলার সাংসদ রশিদ।

তাঁর আবেদনের ভিত্তিতেই আদালত এনআইএর মতামত জানতে চায়। তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, আগামী ৫ জুলাই সাংসদ পদে শপথ নিতে পারেন প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার রশিদ। তার জন্য প্রয়োজনীয় জামিনও দিতে আগ্রহী এনআইএ। তবে তার জন্য বেশ কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে পারবেন না জায়ান্ট কিলার রশিদ। এনআইএর এই মতামত জানার পরে ২ জুলাই, মঙ্গলবার রশিদের আবেদন নিয়ে নির্দেশ দেবে আদালত।

জেলের কয়েদির সঙ্গে সঙ্গম মহিলা পুলিশ আধিকারিকের, ভাইরাল ভিডিও

লন্ডন, ১ জুলাই: জেলের কয়েদির সঙ্গেই যৌনতায় লিপ্ত হলেন পুলিশ আধিকারিক। অপরাধীর সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকের এমন যৌনতার ভিডিও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। জেলের অন্দরেই এমন কাণ্ড প্রকাশ্যে আসায় কার্যত ‘থ’ হয়ে গিয়েছেন পুলিশ কর্তারা। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই মহিলা পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে প্রশাসন। শুরু হয়েছে তদন্ত।

জানা গিয়েছে, এই ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম লন্ডনের এইচএমপি ওয়ান্ডওর্থ জেলখানায়। লিন্ডা দে সৌসা অ্যাবরিউ নামে ৩০ বছর বয়সি অভিযুক্ত ওই পুলিশ আধিকারিক এই জেলেরই কর্মী। শুক্রবার ইন্টারনেটে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায় জেলের অন্দরে ওই যৌনতার ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে, জেলেরই এক অজ্ঞাতপরিচয় কয়েদির সঙ্গে পুলিশের পোশাকেই জেলের ভেতরে যৌনতায় লিপ্ত হয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, কয়েদির সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গমের সময় পাশে দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করতে দেখা গিয়েছে জেলের অন্যান্য কর্মীদের।

উত্তর গাজাতে আক্রমণ ইজরায়েলি ট্যাঙ্কবাহিনীর, মৃত ৬ প্যালেস্তিনীয়

জেরুজালেম, ১ জুলাই: মাস দুয়েক আগেই দক্ষিণ গাজার রাফায় ঢুকে পড়েছে ইজরায়েলের বিশাল ট্যাঙ্কবাহিনী। ইতিমধ্যে রাফা বর্ডার ক্রসিংয়ের প্যালেস্তিনীয় অংশ দখল করে নিয়েছে তারা। সেখানে হামাসের ঘাঁটি নিশানা করে চলছে হামলা। উত্তর গাজাতেও তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ট্যাঙ্কবাহিনী। রবিবার তাদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৬ জন প্যালেস্তিনীয়। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে একের পর এক বাড়ি!

উত্তর থেকে দক্ষিণ। হামাস জঙ্গিদের সমূলে নিধন করতে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। হামলা চলছে প্যালেস্তিনীয়দের ‘শেষ আশ্রয়’ রাফাতেও। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স সূত্রে খবর, এদিন মধ্য ও পশ্চিম রাফায় একাধিক অঞ্চলে আঘাত হানে ইজরায়েলের ট্যাঙ্কবাহিনী। পাশাপাশি হামলা চলে উত্তর গাজার শেজাজা শহরেও। সেখানকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ইজরায়েলের হামলায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে বহু বাড়ি। এদিকে, রবিবার মন্ত্রিসভায় বক্তব্য রাখার সময় ফের একবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, যতদিন আমাদের লক্ষ্যপূরণ হচ্ছে, আমরা এই লড়াই চালিয়ে যাব। হামাসকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা, পণবন্দিদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। আর গাজা যাতে কোনওদিন আমাদের ইজরায়েলিদের জন্য বিপদ না হয়ে ওঠে তা আমরা সুনিশ্চিত করব। অন্যদিকে, ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর দাবি, শেজাজা অঞ্চলের একটি স্কুলে হামাসের অস্ত্রভাণ্ডারের হদিস মিলেছে।

উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে ইজরায়েলের ‘হিটলিস্টে’ রয়েছে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহ। মাস দুয়েক আগেই ইজরায়েলি বাহিনীর ড্রোন হামলায় মৃত্যু হয়েছিল কুখ্যাত এই জঙ্গির তিন ছেলে ও নাতি-নাতনিদের। এবার নাকি ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর বোমাবর্ষণে প্রাণ হারিয়েছে হানিয়েহর পরিবারের ১০ সদস্য! এই হামলায় নাকি নিহত হয়েছে তার বোনও। এমনই দাবি জানিয়েছে গাজার ডিফেন্স এজেন্সি। গত বছরের নভেম্বরে মাসে গাজায় তার বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েলি ফৌজ। আইডিএফের অভিযোগ ছিল, ওই বাড়িতে বসেই ৭ অক্টোবরের হামলার ছক কষা হয়েছিল।

E-TENDER

e –Tender are invited through online Bid System under following. **1) NIeT NO:- 63/15th F.C/M2GP/ 2024-25, DATE:- 01-07-.2024**
The last date for online submission of all tender is **09/07/2024,up to 13:30 hours**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Mahula-II Gram Panchayat.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. : UKM/PWD/001(e)/2024-25
Date- 14.06.2024
Construction of Single storied building block-A ground floor at Digha holiday home sector,Plot no-15, Lease hold land of DSDA under Uttarpara-kotrung Municipality. Date Corrigendum published. For Details: - **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Uttarpara-kotrung Municipality

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
Corrigendum for Extension Date of Tender
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIQ-1e/24-25
Tender ID : 2024_MAD_692908_1
Name of work :- Supply and delivery of 100liters capacity Waste Bins (Green 100pcs & Blue 100pcs)= Total 200pcs , and 240 liters capacity Waste Bins (Green 100pcs & Blue 100pcs)=Total 200pcs for Ranaghat Municipality.
It is here by informed that the Document Download/Sale End Date, Bid Submission End Date is extended upto **09.07.2024** & Bid Opening Date is extened upto **12/07/2024** for above mentioned Tender due to some technical reason.
Sd/- Chairman
Ranaghat Municipality

Arui Gram Panchayat
Barpur, Pasonda, Madhabdihi, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
Tender are invited by Prodhan, Arui Gram Panchayat, for bonafied and resourceful Agency for execution of different development works vide **NIT No.: 01 & 02/15TH FC/AGP Date-28/06/2024.** Last date of Bid Submission : **13.07.2024.** Date of Opening: **16.07.2024.** For any other information visit www.wbtenders. gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Arui Gram Panchayat

e-TENDER NOTICE
e-TENDER invited by the Prodhan Hatisala-II Gram Panchayat, Under Chapra P.S, Nadia. **NIT No: NIT-01 (15th FC)2024-25. Memo No: 127/Hati-II/2024.** Dated: **01/07/2024.** Bid submission closing date : **08/07/2024 at 1 P.M.**
Technical Bid open: **10/07/2024 at 1 PM.** More detail please visit : **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Hatisala-II Gram Panchayat,Under Chapra P.S, Nadia.

e-TENDER NOTICE
E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no : WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-01/24-25 under 15th FC Fund 2023-24 & 2024-25 (Tied) Memo No:189/DEY/2024-25 Date. 01/07/2024. Last date of submission BID 09/07/2024 at 05.00 P.M. Technical Bid opening 11/07/2024 05.00 P.M. & WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-02/24-25 under 15th FC Fund 2024-25 (Tied) Memo No:-190/DEY/2024-25. & WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-03/24-25 under 15th FC Fund 2024-25 (Untied) Memo No:-191/DEY/2024-25. Last date of submission BID 09/07/2024 at 06.00 P.M. Technical Bid opening 11/07/2024 06.00 P.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan, Deypara Gram Panchayet
Shimultala,Krishnagar,Nadia.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১১১০-২০২৪-২৫, ইএলইজি-ওটি-১১১২-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ২৮.০৬.২০২৪ সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০১৪, কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **ক্র. নং. ১ টেন্ডার নং. ইএল-ওটি-১১১০-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** ‘‘বেলেঘাটা - শিয়ালদহ-তে ডিজেল লোকো শেড-এর ইলেকট্রিক লোকো শেড-এ রূপান্তর’’-এর প্রকৃত পূর্বানুমানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে ইলেকট্রিকাল লোকো শেড/বেলেঘাটাতে বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ₹০.০০; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹৭৪,৪৭,৯১৯.০০/-; **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹১,৪৯,০০০.০০/-; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ মাস; **ক্র. নং. ২ টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১১১২-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** কন্ট্রোল বিল্ডিং শিয়ালদহতে ৩য় ও ৪র্থ তলের (আংশিক) এবং নিকটবর্তী চত্বরের আধুনিকীকরণ এবং বৈদ্যুতিক রিওয়্যারিং; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ₹০.০০; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹২২,২৯,৬২৬.০০/-; **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹৪৪,৬০০.০০/-; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৬ মাস; **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ২৮.০৬.২০২৪; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টোয়; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৫.০৭.২০২৪। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবেঃ **ireps.gov.in**
SDAH-107/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. এসজি. টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৮৬, তারিখ ঃ ২৮.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **'ই'-টেন্ডার নং.ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/১৩/২৪-২৫/এসএফ। স্থান সহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে বয়স তথা অবস্থার ভিত্তিতে ইএলবি/এমএলবি এলসিগেট নতুন ইএলবি/এমএলবি দ্বারা প্রতিস্থাপন; **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৮৮,০৯,৭৬৫.০৬; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিনঃ** ₹ ১,৭৬,২০০.০০/-; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৬ মাস; **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ** ১৯.০৭.২০২৪; **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ** ০২.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ০২.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in** -এ। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ-** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ (সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের ‘‘মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের’’ গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সমতুল ধরনের কাজ বলতে বোঝাবে প্যানেল ইন্টারলকিং বা রুট রিলে ইন্টারলকিং বা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং বা আইবিএইচ বা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং বা এলসিগেট ইন্টারলকিং বা এএফটিসি বা এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি -এর যে কোনো কাজ। **দ্রষ্টব্য ঃ-** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/ শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।
SDAH-109/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-04/2024-25
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 08.07.2024 in place of 28.06.2024 for Tender ID No. 2024_ADDA_696358_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.)ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Elect.), ADDA

Simlapal Gram Panchayat
P.O.-Simlapal, Dist.-Bankura
e-NIT No-05/SGP/2024-25 and Memo No. Sim/114 Dated 26.06.2024 and NIQ-02 Memo No. Sim/115 Dated 26.06.2024
It is here invited e-Tender and Tender by the Pradhan, Simlapal Gram Panchayat for the 06 nos. of schemes under **15th CFC** fund. Last date of dropping **06.07.2024 at 05.00 PM** and will be available from the office of the under signed in working days and the website **www.wbtenders.gov.in** / Bankura.gov.in
Sd/-
Pradhan
Simlapal Gram Panchayat

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No. 2024_ZPHD_703791_1, to 2024_ZPHD_703791_12, 2024_ZPHD_703887_1 & 2024_ZPHD_703887_2, 2024_ZPHD_703937_1 and 2024_ZPHD_704106_1 are dated 02-07-2024.** Last date of tender dropping **15-07-2024 up to 06.00 P.M.** and opening date of the tenders **18-07-2024 at 10.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- Prodhan
Ramkarchar Gram Panchayat

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 23, KOLKATA, TUESDAY 2 JULY 2024, PAGE 8

ঘূর্ণিঝড়ে বার্বাডোজেই আটকে বিশ্বকাপজয়ী রোহিত-কোহলিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'অত্যন্ত বিপজ্জনক' ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে বার্বাডোজের ব্রিজটাউনে আটকা পড়েছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ভারত দল। গত শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো এ টুর্নামেন্টের শিরোপা জেতে রোহিত শর্মার দল। তাঁদের দেশে ফেরাতে এখন বিকল্প ব্যবস্থা নিচ্ছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তবে সেটি কতটুকু কার্যকর হবে, নিশ্চিত নয় সেটিও।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, 'বেরিল' নামের ঘূর্ণিঝড়টিকে 'অত্যন্ত বিপজ্জনক' ক্যাটাগরি ফোর বা চতুর্থ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রোববার এর সর্বোচ্চ গতি ছিল ঘণ্টায় ১৩০ মাইল (প্রায় ২০৯ কিলোমিটার)। আটলান্টিকে চতুর্থ শ্রেণির ঘূর্ণিঝড়গুলোর মধ্যে এটিই বছরে সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে এল। এর আগে জুন মাসে কখনোই এমন ঘূর্ণিঝড় হয়নি বলেও জানিয়েছে এএফপি।

বিশ্বকাপের ফাইনালের রিজার্ভ ডে থাকার কারণে এমনিতেও রোববার ব্রিজটাউনেই থাকার কথা ছিল ভারত দলের। টুর্নামেন্টের প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী, সোমবার ব্রিজটাউন ত্যাগ করার কথা তাদের। ব্রিজটাউন থেকে নিউইয়র্ক, এরপর সেখান থেকে বাণিজ্যিক বিমানে ভারত দলের মুম্বাই ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আপাতত সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে, বার্বাডোজের বিমানবন্দর খোলা থাকবে কি না, প্রাথমিকভাবে সেদিকে তাকিয়ে ছিল বিসিসিআই। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, সে বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বাণিজ্যিক উড়োজাহাজের বদলে চার্টার ফ্লাইটে করে রোহিতদের ফেরানোর কথা ভাবছিল বিসিসিআই। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে একটি সূত্র জানিয়েছে, 'এখান (ব্রিজটাউন) থেকে নিউইয়র্ক এবং এরপর দুবাই হয়ে দলের ভারতে পৌঁছানোর কথা ছিল। তবে এখন এখান থেকে সরাসরি দিল্লিতে চার্টার ফ্লাইটে যাওয়ার পরিকল্পনা।'

তবে স্কোয়াডের খেলোয়াড়, তাঁদের পরিবারের সদস্য, কোচিং স্টাফ ও কর্মকর্তা মিলে প্রায় ৭০ জনের মতো আছেন। এত বড় বিমান বার্বাডোজে নেই। বিসিসিআই তাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে অমন বিমান আনার কথা ভাবছিল। তবে স্বাভাবিকভাবেই সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে বার্বাডোজের বিমানবন্দর সচল থাকতে হবে।

বিকল্প ব্যবস্থায় ভারতে ফেরানোর পর নয়াদিল্লিতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বিশ্বকাপজয়ী দলের সৌজন্য সাক্ষাতের পরিকল্পনা আছে। এরই মধ্যে দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা, কোচ রাহুল দ্রাবিড় ও তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলিকে ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন মোদি।

বিশ্বকাপজয়ী দলের জন্য এরই মধ্যে ১২৫ কোটি রুপি (প্রায় ১৭৫ কোটি ৫৫ লাখ টাকা) আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর এবারই প্রথম আইসিসির কোনো বৈশ্বিক শিরোপা জিতল ভারত।

'অবসর নিতে চাইনি, কিন্তু...', ভারতের সাংবাদিকদের রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: অধিনায়ক হিসেবে প্রথম বিশ্বকাপ জিতে কীভাবে উদ্‌যাপন করবেন, সেটা নাকি বুঝে উঠতে পারছিলেন না রোহিত শর্মা। শিরোপা জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে গিয়ে রোহিত বলেছিলেন সেটাই। বার্বাডোজের সেই সংবাদ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণাও দেন ভারতের অধিনায়ক।

সংবাদ সম্মেলন শেষে ভারতের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অবশ্য অন্য কথা বলেছেন রোহিত। এখনই আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিকে বিদায় জানানোর ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতিটা এমন ছিল যে এটাকেই তাঁর কাছে মনে হয়েছে অবসর নেওয়ার সঠিক সময়। ফাইনালের পর মাঠে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ম্যাচসেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে ঘোষণা দেন বিরাট কোহলি। এরপর সংবাদ সম্মেলনে গিয়ে রোহিতের ওই ঘোষণা।

বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালের ফাইনালে বাংলাদেশ সময় পরশু রাতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয় টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। এরপর সংবাদ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণায় রোহিত বলেন, 'এটা ছিল আমারও শেষ ম্যাচ। বিদায় বলার জন্য এর চেয়ে ভালো সময় আর হয় না। আমি এটা (টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ট্রফি) খুব করে পেতে চেয়েছি। এর অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।'

এবারের বিশ্বকাপে ফাইনালের আগে কোহলি ব্যাট হাতে কিছুই করতে পারেননি। কিন্তু রোহিত ৮ ইনিংসে ২৫৭ রান নিয়ে হয়েছেন টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। এমন ছন্দে থাকা অবস্থায় কেন অবসর নিলেন;সংবাদ সম্মেলনের পর রোহিতকে পেয়ে এমন প্রশ্ন করেছিলেন ভারতের সাংবাদিকেরা। এই প্রশ্নের উত্তরে ৩৭ বছর বয়সী রোহিত বলেছেন, 'আমার পরিকল্পনা ছিল না যে আমি আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টি থেকে অবসর নেব। কিন্তু পরিস্থিতিটা এমন ছিল...আমি ভাবলাম আমার জন্য এটাই সঠিক পরিস্থিতি। বিশ্বকাপ জিতে বিদায় বলার চেয়ে ভালো পরিস্থিতি আর হতে পারে না। এ কারণেই আমি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

কোহলি ও রোহিতের পর অবসরের ঘোষণা দেন রবীন্দ্র জাদেজাও। বাকি দুজনের মতো তিনিও শুধু আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকেই বিদায় বলেছেন।

দুর্দান্ত স্পেন কোয়ার্টার ফাইনালে, থামল জর্জিয়ার পথচলা

স্পেন ৪ ১ জর্জিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিপক্ষ তিনবারের ইউরো এবং একবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এবারের ইউরোতেও শিরোপার বড় দাবিদার। দলটার নাম স্পেন।

সেই প্রতিপক্ষের সামনে এই ম্যাচে খুব একটা পাত্তা পাওয়ার কথা না প্রথমবারের মতো ইউরো খেলতে আসা জর্জিয়ার। হ্যাঁ, প্রথমবার খেলতে এসেই শেষ ষোলোতে উঠে যাওয়া একটা বড় চমক। কিন্তু জর্জিয়ার পথচলা আসলে এখানে থামারই কথা, থামলও। দুর্দান্ত খেলেই স্পেন ম্যাচ জিতে নিল ৪-১ গোলে, ওঠে গেল ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে। তবে বিদায় নেওয়ার আগে জর্জিয়াও উপহার দিয়ে গেল মুগ্ধ হওয়ার মতো কিছু মুহূর্ত।

চিরাচরিত টিকি-টাকা থেকে সরে গিয়ে এবার ইউরোতে স্পেন খেলছে গতিময় দৃষ্টিনন্দন ফুটবল। মুগ্ধ করে যাচ্ছে ফুটবলপ্রেমীদের। সেই মুগ্ধতা থাকল জর্জিয়ার বিপক্ষে ম্যাচেও। যদিও কোলনে আজ প্রথম গোলটা স্পেনই খেয়েছে এবং সেটা কিছুটা খেলার বিপরীত স্রোতেই। ১৮ মিনিটে রবিন লে নরমান্দের আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ার পর একে একে স্পেনের হয়ে চারটি গোল করেছেন রদ্রি, ফাবিয়ান রুইস, নিকো উইলিয়ামস ও দানি ওলমো।

আগামী ৫ জুলাই কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেন খেলবে স্বাগতিক জার্মানির বিপক্ষে।

গ্রুপ পর্বে সবচেয়ে ব্যস্ত গোলকিপার ছিলেন জর্জিয়ার জর্জি মামারদাশভিলি। তাঁর সেই ব্যস্ততা থাকল এই ম্যাচেও এবং একেবারে শুরু থেকেই। ১০ মিনিটের মধ্যেই পেদ্রি ও দানি কারভাহালকে তিনি হতাশ করেন দারুণ দুটি সেভ করে।

এর কিছুক্ষণ পরেই খেলার ধারার বিপরীতে গিয়ে গোল খেয়ে যায় স্পেন। ১৮ মিনিটে জর্জিয়ার কাকাবাদজের ক্রস বিপদমুক্ত করতে গিয়ে উল্টো নিজেদের জালে বল পাঠিয়ে দেন রবিন লে নরমান্দ।

গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচে কোনো গোল না খাওয়া স্পেনের নকআউট পর্বে শুরুটা হলো আত্মঘাতী গোল খেয়ে। তবে ওই গোলটাই, এর পরে আর জর্জিয়াকে খুব একটা সুযোগ দেয়নি স্পেন। উইলিয়ামসের কাটব্যাক থেকে রদ্রি সমতা ফেরান ম্যাচের ৩৯ মিনিটে। ৫১ মিনিটে ইয়ামালের ক্রস থেকে স্পেনকে এগিয়ে দেওয়া গোলটা করেন রুইস। ৭৫ মিনিটে স্পেনের এর পরের গোলটার পাস বাড়িয়েছেন রুইস নিজেই, এবার গোলদাতা উইলিয়ামস। আর ম্যাচের ৮৩ মিনিটে মিকেল ওইয়ারসাবালের পাস থেকে ৪-১ করেন দানি ওলমো।

ইউরোতে জর্জিয়ার গল্পটাও শেষ হয়ে যায় সেখানেই।

মাস্ক নিয়ে এমবাপ্পে, 'এটা সত্যি খুব বিরক্তিকর'

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই নাকে চোট পান কিলিয়ান এমবাপ্পে। চোট গুরুতরই ছিল, নাকটা যে ভেঙেই গেছে ফ্রান্সের তারকা স্ট্রাইকারের। সেই ভাঙা নাক নিয়ে গ্রুপ পর্বে ফ্রান্সের দ্বিতীয় ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলতেই পারেননি। তবে ফিরেছেন তৃতীয় ম্যাচে, পোল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ম্যাচে খেলেছেন মাস্ক পরে।

পোল্যান্ডের সঙ্গে ১,১ গোলে ড্র ম্যাচে মাস্ক পরে খেলা এমবাপ্পে গোল করেছেন পেনাল্টি থেকে। গ্রুপ পর্বে ফ্রান্স যে দুটি গোল পেয়েছে, তার একটি আত্মঘাতী। তাই আজ বেলজিয়ামের বিপক্ষে শেষ ষোলোর ম্যাচেও গোলের জন্য এমবাপ্পের দিকে তাকিয়ে থাকবেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম। কিন্তু এমবাপ্পে যে মাস্ক পরে খেলা নিয়ে আছেন খুব ঝামেলার মধ্যে।

ইউরো থেকে ছিটকে যেতে হবে বলে নাকে অস্ত্রোপচার করাননি। কিন্তু ভাঙা নাক রক্ষা করতে মাস্ক পরে খেলতে নেমে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছেন না এমবাপ্পে। এরই মধ্যে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন মাস্ক পরেছেন, কোনোটিতেই ঠিক সুবিধা পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন ফরাসি স্ট্রাইকার।

মাস্ক নিয়ে এমবাপ্পে বলেছেন, 'প্রতিবারই কোনো না কোনো সমস্যা থাকছে। এটা সত্যিই খুব কঠিন। কারণ, এটা আপনার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং ঘাম জমে থাকে।'

এমবাপ্পে এরপর যোগ করেন, 'প্রথম আমার মনে হয়েছে আমি থ্রিডিতে আছি এবং ইউরোতে আমি ভিআইপি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছি। আমি সবাইকে দেখতে পারি, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি খেলছি না। এটা খুলে ফেললে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার কোনো উপায় নেই। এটা ছাড়া খেলতে পারব না। এটা সত্যি খুব বিরক্তিকর।'

এমবাপ্পে অবশ্য বাস্তবতাও বুঝতে পারছেন, 'এটা অবশ্য কোনো অজুহাত হবে না। কারণ, একমাত্র এভাবেই (মাস্ক পরে) আমি খেলতে পারব। মাস্কটাকে ধন্যবাদই দিতে হবে।'

'কোহলিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বোলাররা', বললেন মঞ্জরেকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫৯ বলে ৭৬ রান; টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ১২৮.৮১ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসটি খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন বিরাট কোহলি। তবে কোহলি নন, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের ৭ রানের জয়ে বোলারদের কারোরই সেরার স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল মনে করেন সঞ্জয় মাঞ্জরেকার। ভারতের এই সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার বলেছেন, বিশ্বকাপ ফাইনালে বোলাররাই কোহলিকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

জিম্বাবুয়ের সাবেক অধিনায়ক অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারও মনে করেন এমনটাই। তাঁর মতে, শেষ মুহূর্তে খেই হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ না হারলে কোহলির ইনিংসটি নিয়ে সমালোচনা হতো।

শনিবার বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালে ভারত প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৭৬ রান তোলে। ৩৪ রানে ৩ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর অক্ষর প্যাটেল ও শিবম দুবের সঙ্গে দুটি বড় জুটি গড়েন কোহলি। ১৯তম ওভারে আউট হওয়ার আগে কোহলি ব্যক্তিগত পঞ্চাশে পৌঁছাতে খেলেন ৪৮ বল। একই সময়ে অক্ষর ৪৭ রান করতে খেলেন ৩১ বল, দুবে ২৭ রান করতে ১৬ বল।

রান তাড়ায় জয়ের খুব কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে যশপ্রীত বুমরা ও হার্দিক পান্ডিয়াদের দুর্দান্ত ডেথ বোলিংয়ের কারণে শেষ ৩০ বলে ৩০ রানের সমীকরণ মেলাতে পারেনি প্রোটিয়ারা। নাগালে থাকা ম্যাচ অবিশ্বাস্যভাবে হেরে যায় ৭ রানে। ম্যান অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার পান কোহলি।

বোলাররা ভালো বোলিং না করলে কোহলির ইনিংসটি কাজে আসত না বলে মনে করেন মাঞ্জরেকার। ইএসপি এনক্রিকইনফোর পোস্ট ম্যাচ শোতে তিনি বলেন, '(কোহলির) এমন একটা ইনিংসের কারণে হার্দিক পান্ডিয়ার সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ব্যাটসম্যান মাত্র দুটি বল খেলার সুযোগ পেল। ভারত ব্যাটিং ভালো করেছে। কিন্তু কোহলি এমন একটা ইনিংস খেলেছে, যেটা ভারতকে একেবারে এক কোনায় ঠেলে দিতে পারত। সেটা প্রায় হয়েও গিয়েছিল, কিন্তু বোলাররা এসে খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে।' শেষ দিকে বুমরাদের বোলিংই ম্যাচ জিতিয়েছে মন্তব্য করে মাঞ্জরেকার বলেন, 'ভারত হারের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের সম্ভাবনা ছিল ৯০ শতাংশ। এরপর ম্যাচের মোড় ঘুরে যাওয়া আদতে কোহলির ইনিংসকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কারণ, সে প্রায় অর্ধেক ইনিংস ব্যাট করে রান করেছে ১২৮ স্ট্রাইক রেটে। আমার চোখে ম্যাচসেরা বোলারদের কেউ। কারণ, ওরাই ম্যাচটা হারের মুখ থেকে টেনে এনে ভারতকে জিতিয়েছে।'

মাঞ্জরেকারের মতো একই মত জানান জিম্বাবুয়ের সাবেক ক্রিকেটার অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারও, 'ভারত যদি ওখানে আটকে যেত, কোহলির ব্যাটিং নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হতো। ম্যাচের বিরতিতে মনে হয়েছিল ভারত যথেষ্ট পুঁজিই তুলতে পেরেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য তাড়া করা কঠিন ছিল।'

বিশ্বকাপের সেরা একাদশে ভারতের ৬, দক্ষিণ আফ্রিকার কেউ নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: সদ্য সমাপ্ত টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন ভারতের ৬ ক্রিকেটার। তবে চ্যাম্পিয়ন ভারতের অর্ধেকের বেশি খেলোয়াড় সেরা দলে ঢুকলেও রানার্সআপ দক্ষিণ আফ্রিকার একজনও নেই। শনিবার বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালে প্রোটিয়াদের ৭ রানে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো টি,টোয়েন্টির ট্রফি জেতে ভারত।

ফাইনালে খেলা দক্ষিণ আফ্রিকার কেউ না থাকলেও সেমিফাইনালে ওঠা আফগানিস্তানের তিনজন আছেন সেরা একাদশে। আর সেমিফাইনালে না উঠলেও বিশ্বকাপের দলে আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার একজন করে। আইসিসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এবারের টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা একাদশ ঘোষণা করেছে।

আইসিসির পক্ষে বিশ্বকাপের সেরা একাদশ গঠনের দায়িত্বে ছিলেন দুই ধারাভাষ্যকার ভারতের হার্শা ভোগলে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইয়ান বিশপ, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রডকাস্টার কাস নাইডু এবং আইসিসির ক্রিকেটবিষয়ক মহাব্যবস্থাপক ওয়াসিম খান। ১ জুন থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হওয়া টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছে ২০টি দল। এর মধ্যে প্রথম পর্ব থেকে বাদ পড়ে যাওয়া দলগুলো ন্যূনতম ৪ ম্যাচ করে খেলেছে।

বিশ্বকাপের সেরা দলের জন্য অধিনায়ক ও ওপেনার হিসেবে ভারতের রোহিত শর্মাকে বেছে নিয়েছেন বিচারকেরা। রোহিত শিরোপাজয়ী দলটিকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক (৮ ইনিংসে ২৫৭)। তাঁর সঙ্গে ওপেনিংয়ে আছেন আফগানিস্তানের রহমানউল্লাহ গুরবাজ, যিনি আফগান ইতিহাসে প্রথমবার সেমিফাইনাল খেলা দলটির হয়ে করেন টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ ২৮১ রান। গুরবাজ সুপার এইটে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৬০ রানসহ তিনটি ফিফটি করেন।

রোহিত,গুরবাজের সঙ্গে টপ অর্ডারের অন্য ব্যাটসম্যান নিকোলাস পুরান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ৩৮ গড়ে করেন ২২৮ রান। ভারতের সূর্যকুমার যাদব চার নম্বরে জায়গা পেয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের কারণে। সুপার এইটে আফগানদের বিপক্ষে ২৮ বলে ৫৩ ও সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৭ রান করেন তিনি। অস্ট্রেলিয়া সুপার এইট থেকে বাদ পড়লেও দলটির অলরাউন্ডার মার্কাস স্টয়নিস সেরা দলে জায়গা করেছেন ১৬৯ রান ও ১০ উইকেট নিয়ে।

২০২৪ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), নিকোলাস পুরান, সূর্যকুমার যাদব, মার্কাস স্টয়নিস, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, রশিদ খান, যশপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, ফজলহক ফারুকি। দ্বাদশ খেলোয়াড় আনরিখ নর্কিয়া।

অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে সেরা একাদশে জায়গা করা বাকি দুজনই ভারতীয়। ফাইনালের শেষ ওভার করা হার্দিক পান্ডিয়া টুর্নামেন্ট শেষ করেন ১১ উইকেট ও ১৪৪ রান নিয়ে। বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল ফাইনালে ৪৭ রান করার আগে সেমিফাইনালে ইংলিশদের বিপক্ষে ম্যাচসেরা হন ২৩ রানে ৩ উইকেট নিয়ে।

বোলিং আক্রমণের মূল চারজনের মধ্যে দুজন আফগানিস্তানের, দুজন ভারতের। রশিদ খান ৬,এর সামান্য বেশি ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৪ উইকেট, আর ফজলহক ফারুকি ১৭ উইকেট নিয়ে যৌথভাবে টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট নিয়েছেন। ১৭ উইকেট নিয়েছেন ভারতের বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিংও। আর অবধারিতভাবেই টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা একাদশে আছেন যশপ্রীত বুমরা, যিনি মাত্র ৪.১৭ ইকোনমিতে ৮.২৬ গড়ে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। টুর্নামেন্টজুড়ে দলের দরকারি মুহূর্তে অবদান রেখে হয়েছেন টুর্নামেন্টসেরাও।

৬,এর কম ইকোনমিতে ১৫ উইকেট নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার আনরিখ নর্কিয়া আছেন দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে।

কোয়ার্টার ফাইনালের প্রতিপক্ষ খুঁজে পেল আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এখনো ওঠার অপেক্ষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা আমেরিকায় কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিতের পাঁচ দিন পর প্রতিপক্ষ খুঁজে পেয়েছে আর্জেন্টিনা। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে লিওনেল মেসির দল খেলবে ইকুয়েডরের বিপক্ষে। টেক্সাসের হিউস্টনে ম্যাচটি হবে বাংলাদেশ সময় ৫ জুলাই সকাল সাতটায়।

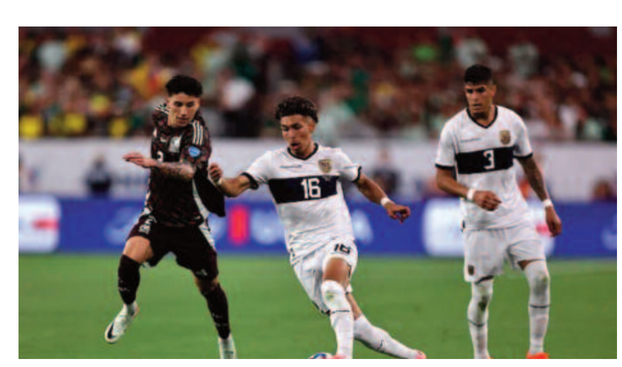

আর্জেন্টিনা তাদের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রতিপক্ষ পেয়ে গেলেও ব্রাজিল এখনো শেষ আটে ওঠার অপেক্ষায়। প্রথম দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট তোলা ব্রাজিল বুধবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে খেলবে কলম্বিয়ার বিপক্ষে।

ইকুয়েডর আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ হয়েছে 'বি' গ্রুপে রানার্সআপ হয়ে। আজ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে মেক্সিকোর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে ইকুয়েডর। এতে মেক্সিকো,ইকুয়েডর দুই দলের পয়েন্ট সমান ৪ হলেও লাতিন আমেরিকার দেশটি গোল ব্যবধানে এগিয়ে (,১) গ্রুপে দ্বিতীয় হয়েছে। একই গ্রুপের অন্য ম্যাচে জ্যামাইকাকে ৩,০ গোলে হারিয়েছে ভেনেজুয়েলা। আগেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলা ভেনেজুয়েলা ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপসেরা হয়ে শেষ আটে পেয়েছে কানাডাকে। ৬ জুলাই ভেনেজুয়েলা, কানাডা ম্যাচের জয়ী দল সেমিফাইনালে খেলবে আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডরের মধ্যে জয়ী দলের বিপক্ষে। 'এ' ও 'বি' গ্রুপের সব ম্যাচ শেষ হয়ে কোয়ার্টারের সমীকরণ মিলে গেলেও 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের শেষ ম্যাচ এখনো বাকি। আগামীকাল 'সি' গ্রুপের ম্যাচে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে ও বলিভিয়া,পানামা। বলিভিয়া ছাড়া বাকি তিন দলই এখনো কোয়ার্টার ফাইনালের দৌড়ে আছে। উরুগুয়ের পয়েন্ট ৬, যুক্তরাষ্ট্র ও পানামার ৩ করে।

'ডি' গ্রুপের ম্যাচ হবে বাংলাদেশ সময় বুধবার সকালে। যেখানে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ের প্রতিপক্ষ কোস্টারিকা। এই গ্রুপে প্যারাগুয়ে এরই মধ্যে ছিটকে পড়েছে। কলম্বিয়া ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে, ব্রাজিল ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ও কোস্টারিকা ১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**